

সোজা সার্প্‌টা মান সম্মান

আগে বহির্রাাজ্যের সাংবাদিক বন্ধুরা বা পরিচিত মানুষ হয়তো সপ্তাহে বা মাসে ফোন করতেন। কিন্তু ইদানিং দেখছি, কেউ কেউ তো দিনে কয়েকবার পর্যন্ত ফোন করেন। বোঝা যাচ্ছে, বহির্রাাজ্যে যারা আছেন তারা ত্রিপুরা নিয়ে এখন ভীষণ টেনশনে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ত্রিপুরার সন্তান। এখন ভিন্নরাজ্যে আছেন বা ভিন্নরাজ্যে কাজ করেন। ত্রিপুরার বর্তমান ঘটনাবলী ভিন্নরাজ্যে যেভাবে প্রচার হচ্ছে বা যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে তাতে কিন্তু ত্রিপুরার সম্মান ভীষণভাবে নষ্ট হচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষ সম্পর্কে কিন্তু অন্য রাজ্যের মানুষের এতদিনের ধারণা পাণ্টে যাচ্ছে। রাজ্য যখন আছে তখন রাজনীতি থাকবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাজনীতির কথা বলে গোটা রাজ্যে যা যা হচ্ছে তাতে রাজনীতির প্রতি মানুষের সম্মান, শ্রদ্ধা সব উঠে যাচ্ছে। ১৯৮০ দাঙ্গা ত্রিপুরাকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। ২০২১ সালের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে অনেক বছর পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। এখন যা হচ্ছে তা ত্রিপুরার জন্য খুব খারাপ সময় ডেকে আনছে। যারা শাসন ক্ষমতায় তাদের কিন্তু দায়িত্ব বেশি। ধরে নিলাম, বিরোধীরা না হয় রাজ্যের বদনাম করতে চাইছে কিন্তু আইন, আদালতে তো দেখা যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন সব ক্ষেত্রেই ফ্লপ। রাজ্যকে ভালো রাখার প্রথম দায়িত্ব তো শাসক দলের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজ্য প্রশাসন যেভাবে চলছে তাতে তো বিরোধীদের অভিযোগই বেশি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ২০২৩ কি হবে তা সময় বলবে। তবে বর্তমান সময়ে রাজের মানসম্মান কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না গোটা দেশবাসীর কাছে।

এয়ারটেলের পথে হেঁটে এবার প্রিপেড পরিষেবার মাসুল বাড়াল ভোডাফোনও

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর। অতিমারি পরিস্থিতির পরে মূল্যবৃদ্ধির থাকা লেগেছে অনেক পরিষেবা ক্ষেত্রেই। মোবাইলের মাসুলও তার ব্যতিক্রম নয়। এয়ারটেলের পরে এবার সাধারণ প্রিপেড গ্রাহকদের মাসুল বৃদ্ধির পন্থে হাঁটলো ভোডাফোন-আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল)। মোবাইল পরিষেবা সংস্থা ভিআইএল মঙ্গলবার জানিয়েছে, বিভিন্ন স্তরে মাসুল ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে চলছে। আগামী ২৫ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তাদের ন্যূনতম প্রিপেড প্ল্যানটির মাসুল পড়বে ৯৯ টাকা। সংস্থা সূত্রের খবর, এত দিন তা ছিল ৭৯ টাকা। এ ছাড়া ১৪৯ প্রিপেড পরিষেবা বেড়ে ১৭৯ টাকা হচ্ছে। ১,৪৯৮ টাকার প্রিপেড প্লান বেড়ে ১,৭৯৯ টাকা এবং ২,৩৯৯ টাকার প্রিপেড প্লান বেড়ে ২,৮৯৯ টাকা হচ্ছে। বাড়ছে ডোটা ‘টপ আপ’-এর খরচও। ন্যূনতম ‘টপ আপ’ ৪৮ টাকা থেকে বেড়ে ৫৮ টাকা হচ্ছে। এ ছাড়া ৯৮ টাকার ‘টপ আপ’ ১১৮ টাকা, ৩৫১ টাকার টপ আপ ২৯৮ টাকা এবং ৩৫১ টাকার ‘টপ আপ’ বেড়ে ৪১৮ টাকা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক মাস আগেই সূপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় টেলিকম দফতরের হিসেব অনুযায়ীই মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলিকে বকেয়া স্পেকট্রাম এবং লাইসেন্স ফি মিটিয়ে দিতে হবে। পরেই ওই শিল্পে জড়িত সংস্থাগুলি ইঙ্গিত দিয়েছিল ব্যবসা চালাতে আয় বাড়ানোর পথ খুঁজতেই হবে। যার অন্যতম একটি হল মাসুল বৃদ্ধি। এরপর জুলাই মাসে প্রিপেড মাসুল বৃদ্ধির ঘোষণা করে ভারতী-এয়ারটেল।

ঋণ দেয় এমন ৬০০-র বেশি অ্যাপ অবৈধ!

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর। বহু অ্যাপ রয়েছে, যেগুলো ডাউনলোড করে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। অ্যাপ স্টোরে ‘লোন’, ‘ইনস্ট্যান্ট লোন’, ‘কুইক লোন’ লিখে সার্চ দিলে এই অ্যাপগুলো পাওয়া যায়। এই ধরনের অ্যাপগুলোর বেশিরভাগই অবৈধ। একটি রিপোর্টে এই কথাই জানানো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সতর্ক করল সাধারণ মানুষকে। দেশে এখন ঋণ দেয় এমন অ্যাপের সংখ্যা কম—বেশি ১,১০০। সেগুলোর মধ্যে ৬০০ অ্যাপই অবৈধ। জানিয়ে দিল আরবিআই। এগুলো কোনও নিয়ম—নীতি না মেনেই আর্থিক লেনদেন করে বলে অভিযোগ। এদেশে ডিজিটাল লেনদেন বাড়ছে। ততোই বাড়ছে প্রতারণা। বিভিন্ন অ্যাপের ফাঁদে পা দিয়ে ঠকছেন বহু মানুষ। হারাচ্ছেন হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা। নিজেদের প্যান, আধারের তথ্যও দিয়ে দিচ্ছেন। এই নিয়ে খোঁজ চালানোর জন্য ‘ওয়ার্কিং গ্রুপ’ তৈরি করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই গ্রুপের রিপোর্টেই দাবি করা হয়েছে, ঋণ দেয় এমন ৬০০টি অ্যাপ তাদের নজরে অবৈধ। রিপোর্টে যদিও অ্যাপগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সীমাক্ষ করে দেখা গিয়েছে, ভারতে মোট ৮১টি অ্যাপ স্টোর রয়েছে যেখানে ওই বিপজ্জনক অ্যাপগুলি মেলে। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত ২,৫৬২টি অভিযোগ আসে আরবিআই— এর কাছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, গ্রাহকরা না জানেই এমন সংস্থার থেকে ঋণ নিয়েছেন, যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনপ্রাপ্ত এনবিএফসি (নন ব্রঞ্জেড ফিন্যান্সিয়াল সেক্স্প্যানি) নয়। দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই অভিযোগ এসেছে। তার পরেই কমিটি গড়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

বঙ্গ নির্বাচন কমিশনারকে বুঝিয়ে বলেছি: ধনখড়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর।। পুরভোট নিয়ে বিরোধীদের সুর এবার শোনা গেল রাজপাল জগদীপ ধনখড়ের কণ্ঠে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশন যে একটি স্বাধীন সংস্থা এবং তা নবাবের অধীনস্থ নয়, সে কথা মনে করিয়ে দিলেন রাজপাল। মঙ্গলবার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দত্তের সঙ্গে এক সাক্ষাতে কমিশনকে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যের বকেয়া ১১২টি পুরসভার ভোট একসঙ্গে করার কথাও বলেছেন ধনখড়। মঙ্গলবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক করেন রাজপাল। বৈঠক শেষে টুইট করে আলোচনার বিষয়বস্তু জানান তিনি। রাজপালের অফিশিয়াল টুইটার হ্যাণ্ডলে লেখা হয়েছে, ‘জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনেরও, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে রাজপাল জগদীপ ধনখড় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

সভাব্য দিনক্ষণ

● **সাতের পাতার পর** – সিনেসকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়ে দেন ভারতে আইপিএল ফেরানোর কথা। চেন্নাই সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘আমি জানি আপনারা সবাই চেন্নাই সুপার কিংসকে চিপকে খেলতে দেখার জন্য মুগিয়ে রয়েছেন। সেই মুহূর্তটার জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আইপিএলের ১৫ তম আসর বসবে ভারতে। এবার ২টি নতুন দল যোগ দেওয়ায় আগের থেকে আরও আকর্ষক হবে টুর্নামেন্ট।’

দৌড়ে সালাহ

● **সাতের পাতার পর** – (ইতালি ও চেলসি) ৫) এনগোলো কস্তে (ফ্রান্স ও চেলসি)

৬) কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স ও পিএসজি)

৭) মহম্মদ সালাহ (মিশর ও লিভারপুল)

৮) রবার্ট লেওনারডভস্কি (পোল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ)

৯) করিম বেঞ্জামা (ফ্রান্স ও রিয়াল মাদ্রিদ)

১০) কেরিন ডে ব্রুইনা (বেলজিয়াম ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি)

১১) আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে ও বরুশিয়া উটমুন্ড)

ব্যাজের রং গেরুয়া

● **আটের পাতার পর** – নিয়োগ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম কিংবা ফি স্ট্রাকচার তৈরির যাবতীয় নিয়ম-নীতি কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বোচ্চ অধিকারী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ বডি। কৌশিক দাস বলেন, তাহলে কি করে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর লোগো পাণ্টে দিয়ে গেরুয়া বানিয়ে দেওয়া হলে? তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও। অভিযোগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সচেতনভাবে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোর রং পাণ্টে দিয়েছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আদর্শ প্রচার করার জন্য। কৌশিক দাস মনে করেন, এটা খুবই নিম্নমানের এবং সংকীর্ণ চিন্তার বহিঃ প্রকাশ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অরিজিন্যাল লোগোর রং দিয়ে পুনরায় ব্যাজ তৈরি করার দাবি করছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আইন।। এদিকে এই বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য কোনও ছাত্র সংগঠন মুখ খুলেনি।

দলীয় কর্মীদের হত্যার চেষ্টা নিপূর

● **আটের পাতার পর** - ধারায় থানায় হাজির হতে নোটিশ ধরিয়ে দেয়। শিবনগরের গেদু মিয়া মসজিদের কাছাকাছি নিপূর বাড়ি। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য থারায় মামলা নিয়েছে থানা। থানায় হাজির হলে নিপুকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে। যে কারণে পূর ভোটের আগে বিজেপির এককালীন দূর্বৃত্ত বাহিনীর নেতা নিপু ঘোষ গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে। বর্ধদিন শাসক দলের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন নিপু। তার বিরুদ্ধে একের পর এক অপরাধের ঘটনায় অভিযোগ উঠার পর যুব মোর্চার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার দলের কর্মীদের পিটিয়েই মামলায় ফাঁসলেন তিনি। এদিন নিপুকে দেওয়া নোটিশে তদন্তকারী অফিসার অভিজিৎ মণ্ডল একটি মোবাইল নম্বর দেন। কিন্তু ওই নম্বরে তদন্তকারী অফিসারকে ফোনে পাওয়া যায়নি। ফোনটি কাজ করছে না বলেই অপরপ্রা্ত থেকে কম্পিউটারের বার্তা চলে আসছিল। দু’দিন আগেই চিত্তরঞ্জন সংলগ্ন এলাকায় বাইক বাহিনীর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে এলাকাবাসীরা পূর্ব থানায় গিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন।

মমতার সাক্ষাতে জাভেদ

আখতার, আডবানি ঘনিষ্ঠ সুধীন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। সোমবার চার দিনের সফরে দিল্লি গিয়েছেন মমতা। রয়েছেন সাংসদ অভিষেকের বাড়িতে। এই সফর যে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই গিয়েছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এতটাও যে হবে, তা বোঝেনি। একের পর এক বিশিষ্ট রাজনীতিক যোগ দিলেন তৃণমূলে। প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ, পবন কুমার, অশোক তানওয়ার এদিন সফরে উপস্থিতিতে যোগ দিলেন তৃণমূলে। আবার আজই অভিষেকের বাড়িতে এসে মমতার সঙ্গে দেখা করে গেলেন জাভেদ আখতার। সঙ্গে আডবানি ঘনিষ্ঠ সুধীন্দ্র কুলকার্নি। এরপর কি পালা তাঁদের? এর আগে আগস্টে যখন মমতা দিল্লি এসেছিলেন, তখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজসভার সাংসদ জাভেদ আখতার। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী শাবানা আজমিও। বিভিন্ন ইস্যুতে বারবার মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। সেই জাভেদই মঙ্গলবার মমতার সাক্ষাতে। সঙ্গে সুধীন্দ্র। তাঁদের আলোচনায় ছিলেন অভিষেকও। কেন? প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে। অন্যদিকে মঙ্গলবার জেডিউতে থেকে পবন বর্মা যোগ দিলেন তৃণমূলে। তিনি ছিলেন বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রাক্তন উপদেষ্টা। রাজসভার সাংসদও হয়েছিলেন। এই পবনের অভিজ্ঞতাই এখন কাজে লাগাতে চায় তৃণমূলে। এদিন নেত্রীর উপস্থিতিতে যোগ দেন তিনি। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন অশোক তানওয়ারও। রাজসভার সাংসদ ছিলেন তিনি। হরিয়ানায় বিশিষ্ট মুখ। এহেন রাজনীতির যোগদানে আরও একটি রাজ্যে তৃণমূলের সংগঠন তৈরি হবে বলে মনে করছেন বিশিষ্টরা।

বাকরুদ্ধ দুই শিশু

● **আটের পাতার পর** - সন্তানের কামায় হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। অভিযুক্ত লরি চালককে ধুববার আদালতে পেশ করার কথা। রাজ্যে প্রতিনিয়ত এই ধরনের যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠে। কিন্তু দুর্ঘটনা রোধে কোনো ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ।

কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

● **ছয়ের পাতার পর** – থেকেই কুথি আইনের পক্ষে ছিলেন কঙ্গনা। কিন্তু গুজ্ববার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় রুষ্ট হন তিনি। ক্ষোভ উগরে দেন প্রকাশোই। সেই ক্ষোভ থেকেই ‘বিতর্কিত’ মন্তব্য করে বাসেন তিনি। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে এক পুলিশকর্তা বলেছেন, ‘২৯৫এ ধারায় আমরা কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছি। এবার আরও তদন্ত করা হবে।’

‘মৈত্রী দিবস’

● **ছয়ের পাতার পর** – সীমিত করার নির্দেশনা রয়েছে। এবিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের এক জ্যেষ্ঠ আধিকারিক বলেন, করোনা একটা বড় সংকট। এটা সব ওলটপালট করে দিয়েছে। তবে বড় বিষয় হচ্ছে পরিকল্পনায় থাকা ১৮টি দেশেই বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দিবসের যৌথ অনুষ্ঠান হচ্ছে। কোথাও অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হয়নি। সবখানেই উভয় দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকছেন। সৌদি আরব, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডে আমরা ঢাকা থেকে কালচারাল টিম পাঠাতে পারছি। তিনি বলেন, প্রতিবেদী দুই ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্র বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে এখন সোনাালি অধ্যায় চলছে। দু’দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সফর চলমান রয়েছে। বন্ধু দিবসের অনুষ্ঠানের পর পরই ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যোগ দিতে ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দঢাকা সফর করবেন। তাছাড়া জন্মবার্ষিকে ভারতের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাইনিং হল

● **তিনের পাতার পর** – ডাইনিং হল নির্মাণ হোক। যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে-মিল খেতে সুবিধা না হয়।

সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর

● **প্রথম পাতার পর** – সচিব পর্যায়ের আধিকারিকের বেতন ৯০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ আড়াই লক্ষ টাকা হতে চলছে। ক্লাস ওয়ান আধিকারিকের ন্যূনতম বেতন হতে চলছে ৫৬,১০০ টাকা।

ভন্সীভূত ঘর

● **তিনের পাতার পর** – গ্যাস নির্ণিত হচ্ছিল। এর মধ্যেই আচমকা আগুন ধরে যায়। আগুন রু্ত গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডে শরীরের কিছুটা অংশ পুড়ে যায় উপলব্ধ দেববর্মারও। পরে দমকলের একটি গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিপত্তির কারণ কুকুর

● **প্রথম পাতার পর** – কস্টোঁল) বিমান অবতরণে বারণ করে ফের উড়তে বলে। কিছুক্ষণ পর আবার অবতরণের অনুমতি মেলায় নির্বৈদ্ব্যেই মাটি ছেঁয়। সায়নীদেব বিমান। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পূরভোটের শেষ দিনের প্রচার সেরে মঙ্গলবার তৃণমূল নেতারা কার্যত সকলেই এই বিমানে কলকাতা ফেরেন।

দুর্ঘটনায় আহত দুই শ্রমিক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ২৩ নভেম্বর।। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন দুই শ্রমিক। গভাছড়া থানানী মধুহরি পাড়ায় এই ঘটনা। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা নাগাদ নতুন দলপতি পাড়ার দুই যুবক তড়িমোহন ত্রিপুরা (২৬) এবং তবিরাম ত্রিপুরা (২৭) কাজের সম্মেলন বাইসাইকেল নিয়ে মধুহরি পাড়ায় দিকে যান। সেখানে উঁচুটিলা দিকে নিচে নামার সময় তারা দু’জন বাইসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন। এতে গুরুতরভাবে আহত হন দু’জন। প্রত্যাক্ষদর্শীরা গভাছড়া অগ্নি নির্বাপক দফতরে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির রাইম্যাডালি মণ্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা এবং অন্য নেতৃবৃ্ত্তরা আহতদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে ছুটে আসেন। মণ্ডল সভাপতি জানান, আহতদের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

সুবল একা হয়ে গেলেন

● **প্রথম পাতার পর** – পশ্চিমবঙ্গের অনাদরে তৃণমূল কুঁড়ি থেকে বেড়ে ওঠেনি আগে, এখনও গ্রাফটেড গাছ, মাটিতে শেকড় বসনি। সুবল ভৌমিক একা, একা তাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে পূর ও নগর নির্বাচন। তবে শাসকদলীয় কোনও গোষ্ঠীর সাহায্য তিনি পাবেন না, তেমন নাও হতে পারে, তাতে সুবল ভৌমিকের গুণু ছোটাছুটি করতে হবে, গ্রাউন্ড জিরোর অবস্থা বুঝে বুদ্ধি খাটবে অন্য কারো, আগরতলা-কলকাতা ফেনে কি আর সেটা সম্ভব!

‘নির্বাচনের পরেই ব্যবস্থা’

● **প্রথম পাতার পর** – নীতিবিরুদ্ধ বলেও তার অভিমত। ভোটের দিন যেভাবে ক্লাবগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক পাশাপাশি নিজেও মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। সূরভবাবর বিকেল ৫টা নাগাদ নতুন দলপতি পাড়ার দুই যুবক তড়িমোহন ত্রিপুরা (২৬) এবং তবিরাম ত্রিপুরা (২৭) কাজের সম্মেলন বাইসাইকেল নিয়ে মধুহরি পাড়ায় দিকে যান। সেখানে উঁচুটিলা দিকে নিচে নামার সময় তারা দু’জন বাইসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন। এতে গুরুতরভাবে আহত হন দু’জন। প্রত্যাক্ষদর্শীরা গভাছড়া অগ্নি নির্বাপক দফতরে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপির রাইম্যাডালি মণ্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা এবং অন্য নেতৃবৃ্ত্তরা আহতদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে ছুটে আসেন। মণ্ডল সভাপতি জানান, আহতদের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

স্বাধীনভাবে ভোট দিন : পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর** – হয়েছে। তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় গন্ডগোল, গাড়ি দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

‘তালিবানি কায়দা’ আদালতে

● **প্রথম পাতার পর** – বলেন, বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। “ আমার মনে হয় না, এই ভাষ ণ আদতেই হিংসাত্মক ঘটনা তৈরি করেছে। আবেদনকারীরা তিলকে তাল করছেন।“ বলেছেন জেঠামালানি।

আদরের ডাক শুয়োরের বাচ্চা

● **প্রথম পাতার পর** – প্রচার মিছিলে বেরিয়ে, নিজের প্রচার গাড়িতে বসেই – এক সাধারণ অটোচালককে কুকুর এবং শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করে গালি দেওয়ার ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম। এদিন, সুরজিৎবাবুর এমন কর্দ্দ্য ব্যবহারে ওই দুটো গৃহপালিত পশুও লজ্জা পেয়েছে। পেটের টানে স্টিয়ারিং-এ হাত রাখা অটোচালক গালিটি শুনে নিশ্চয়ই নিজের মা এবং বাবার মুখটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও মনে এনেছেন। এই সুরজিৎবাবু এদিন নিজের প্রচার গাড়িতে বাসে অটোচালককে কেন্দ্র করে ‘স্পষ্টভাষায় বলেন—‘এই কুত্তার বাচ্চা, এই কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা...’। মাইক্রোফোন থাকার কারণে কথাটি (মুখ থেকে উগরে আসা গালিগুলো) ততক্ষণে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছি: ছি: করেছেন সমস্ত অংশের নাগরিক। একজন বিধায়কের মুখে এ হেন কর্দ্দ্য ভাষা যখন ভোট প্রচারের শেষ দিনেও উচ্চারিত হয়, তখন স্বাভাবিক দিনগুলোতে তিনি কি মেজাজে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করেন, সেটা কাউকেই বলে দিতে হবে না। এদিন, সুরজিৎবাবুর এই আচরণে ক্ষতি হলো নাগরিক। ভোটের আগে অটোচালকদের আস্থা হারাতে শাসক দল।

নায়েজল গ্রাখকরা

● **প্রথম পাতার পর** – আইজিএম টোমুহনি এলাকা থেকে এক বাড়ি থেকে ৮৯০ টাকা নেওয়া হয়েছে তার কেনার জন্য। এই বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যদিও নিগম কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার বিস্তারিত কথা বলা যায়নি। কিন্তু তার পরেও এই বিষয়টি নিয়ে মোট ৭ জন গ্রাহক একই দিনে এই পত্রিকা দফতরের কাছে নিজেদের অভিযোগ জানিয়ে টেলিফোন করছেন। প্রত্যেকের বক্তব্য একটাই, বাড়িতে বা বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত সরকারি কোনও লাইট বা প্রাসঙ্গিক সরঞ্জাম যদি নষ্ট হয়, তাহলে নিগম কর্তৃ পক্ষ সে সব তার বা সরঞ্জাম সরবরাহ করে না। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিদ্রূ়াং নিগমের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষোভ রয়েছে গ্রাহকদের। প্রতিমাসে ভূতুড়ে বিল এবং সময়মতো পরিষেবা না পাওয়ার বিভিন্ন ঘটনা ঘটেই চলেছে। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর বিষয়গুলোতে কোনও পরিবর্তন আসে কিনা।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ

● **প্রথম পাতার পর** – করতে হবে। “ ত্রিপুরার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ল এণ্ড অর্ডার) শান্তিপূর্ণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বাধা-বিয় ছাড়া সম্পন্ন করার জন্য সব রকমের পদক্ষেপ নেবেন, বিশেষয়ে ভোটের দিন ২৫ নভেম্বর, ২০২১ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ব্যালট গোনা পর্যন্ত।“ নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তৃণমূল কংগ্রেস গুরুতর অভিযোগ এনেছে যে এফআইআর করা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সেই প্রেক্ষিতে সূপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আদালতকে জানাতে হবে কী কী অভিযোগ জানানো হয়েছে, যেসমস্ত এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে, হিংসায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সেসমস্ত গ্রেফতার করা হয়েছে এইসব ব্যাপার আদালতকে এক হুক কেটে জানাতে হবে। ১১ নভেম্বরে এই আদালতের দেয়া নির্দেশ পালনে কী করা হয়েছে, তার হলফনামাও একই সাথে দিতে হবে। আদালত বলেছে, নির্বাচন পিছিয়ে না দিলেও, আদালত সমানভাবেই মনো করে, ডিজিপি, আইজিপি (ল এন্ড অর্ডার) এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ দূর করা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সমতার সাথে, নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। হলফনামা যখন দাখিল করা হবে, সেখানে বিস্তৃতভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, রাজনৈতিক কর্মী,ভোটার এবং প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, ভোট গোনা, ফল ঘোষণা পর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে রক্ষা করতে, আইন মোতাবেক অপরাধমূলক ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা জানাতে হবে। ২৫ নভেম্বরের মধ্যে এই হলফনামা দিতে হবে। সেদিনই মামলাটি আবার উঠবে। “ ত্রিপুরার পুলিশ প্রধান এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে এইসম নির্দেশ পরিস্কারভাবে পালন করতে হবে যেন আদালতকে গুরুতর ব্যবস্থা নেয়ার বামেলায় না পড়তে হয়।“ নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতি ডি ওয়াই চম্ভাড় এবং বিক্রম নাথ’র বেসেফ ছিল এই শুনানি।

প্রশ্নপত্র উধাও

● **প্রথম পাতার পর** – অন্যদিকে গত ২০ নভেম্বর সিবিএসই পরিচালিত উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের টার্ম-১ পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিলো। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অভিযোগ, পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২০ মিনিট পর তাদের দেওয়া হয় প্রশ্ন। অথচ শুরুতে দিয়ে দেওয়া হয় উত্তরপত্রের ওএমআর সিট। প্রশ্ন না থাকায় উত্তরপত্র হাতে নিয়ে ২০ মিনিট ছাত্রছাত্রীদের বসে থাকতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে নির্ধারিত সময় থেকে ২০ মিনিট পরে প্রশ্ন দেওয়া হলেও ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত কোনো সময় দেওয়া হয় নি। ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত সময় চাইলেও তাদের শিক্ষকরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে পরীক্ষার নির্ধারিত সময় যেসে টেনে নিয়ে যায় উত্তরপত্র। যার ক্ষেে ক্ষোভ বিরাজ করছে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে। এদিকে বাংলা পত্রিকা সিলেবাসে ছিলো সন্ধি ও সাধু-চলিত ভাষা। কিন্তু সিলেবাস বহির্ভূত ভাবে পরীক্ষায় এসেছে সমাস। যারফলে বিচলিত হয়ে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা। সবমিলিয়ে স্কুল কাগেজ সর্বত্র শিক্ষা ব্যবস্থার চরম অচলাবস্থা ভাবাচ্ছে সচেতন মহলকে।

‘হিজ ডেইজ আর নান্যার্ড

● **প্রথম পাতার পর** – করে দিয়ে আবার কিছুই করেননি ভাব করে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজনীতিতে তিনি গভীর জলের দশক। ‘প্যারটিপ’ লিডার এবং ‘শিশুসুলভ’ নেতৃত্ব তার এই রাজনৈতিক চালকে বুঝে উঠতে আরও কয়েক মাস রাজনীতির পাঠ নিতে হবে। সুদীপবাবুর কথায়, সিপিএমের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাদের কোনও ইতিহাস নেই, সিপিএমের নির্খ্যাত সহচর হয়ে কথায় কথায় উত্তরপত্র হাতে ঘটনা যারের সঙ্গে কোনওদিন ঘটেনি প্যারাসুট দিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে তারাই এখন রাজাবাসীর ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। সাংবাদিকদের বার বার প্রশ্নেও সুদীপবাবু প্যারটিপ লিডারের নাম না বলে পাল্টা পার্শ্বার্ দিয়েছেন কে। প্যারাসুট দিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে এই প্রশ্নের উত্তর যেন সাংবাদিকরা মোকোণ অটোচালক, রিকশা শ্রমিক কিংবা ঢাা দোকানির কাছ থেকে জেনে নেন। এর উত্তর তারাই ভালো বলে দিতে পারবেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে ‘বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা’ তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্ণণ হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটানেন কে? গত দু’দিনিলম্ব ধরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুদীপবাবুর নাম না করে ১০৩৩২ ইস্যুতে তাকে কার্যত কাগেজায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কখনও বলেছেন, ১০৩২৩-র চারটির খয়েরেই এক রঙ্গ বিধায়ক। কখনও বলেছেন জয়চাঁদ। প্রকাশ্যে নাম না বললেও গত কয়েকদিন ধরে সুদীপবাবুকে কার্যত টানা আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কিন্তু প্রকাশ্যে সুদীপবাবুর নাম উচ্চারণ করেননি। সুদীপবাবুরও বুঝতে আর বাকি নেই কোনও পরিস্থিতিতে এবং কোথাকার ছাড়পত্র পেয়ে বিপ্লব কুমার দেব বেশ কয়েক মাস পর নতুন করে তাকে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন। দলের ভেতরেই লাঞ্ছনা-গল্পনা, টানা অবহেলা এবং অপমান সহ করেও নীরব থাকা সুদীপ রায় বর্মণ যে এখনও ফুরিয়ে যাননি তা বুঝাতেই আহত বাঘের মতোই এদিন এক নং বিধায়ক আবাস থেকে গুধুমার গর্জন করেছেন। দলের একাংশ শিশুসুলভ নেতৃত্ব এবং প্যারটিপ লিডারের কারণেই যে জনমানুষে বিজেপি সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্ম নিচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি কলুষিত হচ্ছে এই কথাও এদিন জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। মানুষ কথা বলতে পারছেন না। বিনা প্রয়োজনে রাজ্যকে এমনভাবে অস্থির করে তোলা হয়েছে যে গোটা দেশের কাছেই রাজ্যের ছবি খারাপ হচ্ছে। দলের একজন একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবেই এবং বিজেপির ভালোর জন্যই তিনি মানুষের হয়ে এদিন কথাগুলো বলেছেন — তাও জানিয়েছেন তিনি। তবে দলের ভেতরে না বলে একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে দলের বাইরে বেরিয়ে কেন এসব বলছেন সুদীপবাবু? তার কথায়, গোটা বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। দলের সভাপতি জে পি নাড্ডা, সংগঠনের দায়িত্বে থাকা সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেভার চেয়ারম্যান হিমন্ত বিশ্বশর্মাও। সমস্ত কিছু তারা জানেন। কিন্তু তার পরেও অবস্থার কোনও গতিই হয়নি। বরং আগরতলা সহ গোটা রাজ্যের পরিস্থিতিকে এমনভাবে বিবিয়ে তোলা হচ্ছে যাতে করে বিজেপি সম্পর্কেই মানুষের ধারণা পাণ্টে যেতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই সুদীপবাবু সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপবাবুর পাশে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝখানেই বারে বারে সুদীপবাবুকে নানা পয়েন্ট মনো করিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। রাজ্যের বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও এক হাত নিয়েছেন তিনি। সুদীপবাবু বলেন, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক প্রতিনিধি দলকে কথা দিয়েছেন রাজ্যে আর কোনও ধরনের সম্ভ্রাসের ঘটনা ঘটবে না। প্রয়োজনে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও রাজ্যে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। অথচ রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের কোনও বিবৃতি নেই এই প্রসঙ্গে। আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতিতেও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একেবারে চূপ। তবে তার আশা, আগরতলা পুরনিগম সহ গোটা রাজ্যের পুর ও নগর ভোট্টে বিজেপি ভালো ফল করবে। একই সঙ্গে তিনি চান, ত্রিপুরায় আরও ২৫ বছর শাসন করুক বিজেপি। তৃণমূল সম্পর্কে কোনও প্রশ্নেই আগ্রহ দেখাননি সুদীপবাবু। বলেন, তিনি বিজেপি বিধায়ক হিসেবে তৃণমূল সম্পর্কে কোনও কথা বলবেন না। তবে তার অনুগামীরা যেভাবে তৃণমূলে গিয়ে প্রার্থী হয়ে গিয়েছে সে সম্পর্কে সুদীপবাবুর সাফাই কোনও কারণে কেউ ক্ষোভে অভিমানে দল ছেড়ে গেলে তিনি কী করতে পারেন। কিন্তু দলের লক্ষ্য হওয়া উচিত যারা নানা কারণে তাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছে

শীর্ষ আদালতের খোঁচায় ময়দানে পুলিশ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। শীর্ষ আদালতে একাধিক রায়ের পর শেষ পর্যন্ত পুলিশ, সিআরপিএফ এবং টিএসআর দিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি সাজাতে বাধ্য হলো রাজা পুলিশ। উচ্চ আদালতের রায়ের দুইভাগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি টিএসআর জওয়ান থাকবেন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। এছাড়া অতিরিক্ত সিআরপিএফ জওয়ানদের আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে মোতায়েন করা হচ্ছে। তবে সরব প্রচার শেষ হওয়ার পর পুলিশের নিরাপত্তার এই আয়োজন ঘোষণা করা হয়েছে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হওয়ার বহু অভিযোগ তুললেও পুলিশ বা নির্বাচন কমিশনারকে নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। থানায়ও একাধিকবার আক্রমণ করেছে বাহক বাহিনী। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর শেষ পর্যন্ত কিছুটা হলেও ভোটের আগে নিরাপত্তা কর্মীদের দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য হলো রাজা পুলিশ প্রশাসন। পুর এবং নগর নির্বাচনে নির্বাচন কেন্দ্রগুলি দুটি কাটাগরিতে ভাগ করলো রাজা পুলিশ প্রশাসন। ২৭৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে বি কাটাগরিতে রাখা হয়েছে। এ কাটাগরিতে রাখা হয়েছে ৩৭০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র।

এ কাটাগরিবর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলোতে চারজন করে টিএসআর জওয়ান থাকবেন। বি কাটাগরিতে চারজন বন্দুকধারী পুলিশ থাকবে। আগরতলা পুরনিগম এলাকায় এ কাটাগরি ভুক্ত পোলিং বুথে ৫জন করে টিএসআর জওয়ান থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার পর রাজা পুলিশের মহানির্দেশক এবং আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) নিরাপত্তার প্রশ্নে বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। অনাদিক, সোমবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতও স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রগুলি আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। উচ্চ আদালতের ঘোষণার পর রাজা পুলিশ নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এই বৈঠকের পরই ৬টি নগর পঞ্চায়েত এবং ৭টি পুর পরিষদ ও পুরনিগমে ৬৪৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রকে আলাদাভাবে কাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। রাজা পুলিশ সদর দফতর থেকে জানিয়েছে, সিআরপিএফ’র দুটি সেকশন একজন গেজেটেড অফিসারের অধীনে স্ট্রং রুম এবং সরকারি ছাপাখানায় থাকবেন। প্রত্যেকটি রিটানিং অফিসারের অফিসের সামনে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তারক্ষী রাখা হবে। রিটানিং অফিসাররা ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও পাবেন। অজার্ডাররা ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছাড়াও এসকর্ট পাবেন। ৯৭জন

পুলিশের সেক্টর অফিসারকে আরও ৯৭জন সাধারণ প্রশাসনের সেক্টর অফিসারের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করাতেই এই আয়োজন। মোট ২০টি থানা এলাকায় পুর এবং নগর ভোট হচ্ছে। প্রত্যেক থানায় অতিরিক্ত ২৫জন টিএসআর জওয়ান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক জেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৩০জন করে টিএসআর জওয়ান অতিরিক্ত হিসেবে রাখা আছে। ৬১টি গাড়ি অতিরিক্তভাবে থানাগুলিতে রাখা হবে। এগুলি নির্বাচনের জন্য টহল দেবে। এসবের পরও সিআরপিএফ’র ৫০টি সেকশন জওয়ান আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অতিরিক্ত ১৫টি সেকশন সিআরপিএফ জওয়ান আগরতলা পুরনিগমে এবং আশপাশ এলাকায় দেওয়া হবে। ২৪৪টি অঞ্চল চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টা টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ারেন্টের আসমিদের দ্রুত গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলবে। ইতিমধ্যেই ৪৩৩জনকে পুর নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পুর নির্বাচনে ৫৭টি রাজনৈতিক মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে থানাগুলোতে। ৬৩ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিউআরটি টিম আপাৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য

প্রত্যেক জেলায় গঠন করা হয়েছে। ১২৩টি নাকা পয়েন্ট চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে। রাজা পুলিশের মহানির্দেশক রাজ্যের সমস্ত ভোটারদের ভয়হীনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। ত্রিপুরার পুলিশ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করতে নিরাপত্তারক্ষীদের সব জায়গায় মোতায়েন করেছে। রাজা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার। যদিও মঙ্গলবারই বিকালে শেষ হয়ে গেছে সরব প্রচার। এর আগেই ব্যাপক আক্রমণের অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। আগরতলায়ও বিরোধী দলের এক প্রার্থীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র পূর্ব মহিলা থানায় তিনবার দুকুতিদের হামলা হয়েছে। এসব ঘটনা নিয়ে যখন আতঙ্কিত গোটা আগরতলার সাধারণ নাগরিকরা এই সময়ে শীর্ষ আদালতের একাধিক নির্দেশের পর নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এসবের পরও শহরবাসীরা কটকটু ভোট দিতে সাহস দেখাতে পারবেন তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। অনেকের বক্তব্য, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই পুলিশ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলে মানুষ ডর-ভয়হীনভাবে নির্বাচনি লড়াইয়ে নামতে সাহস দেখাতেন।

মৃত্যু এক নতুন নয়

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। করোনায় মারা গেলেন আরও একজন। চলতি মাসেই এ নিয়ে তিনজন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা রাজ্যে বেড়ে দাঁড়ালো ৮১৭ জনে। পজিটিভ রোগীর সংখ্যা রাজ্যে নামলেও কোনওভাবেই মৃত্যুর সংখ্যা বন্ধ করতে পারছেন না প্রশাসন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর চব্বিশ ঘণ্টার ভিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে। গত সময়ে ৩০৪৪ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪০৩ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ দু’জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। বাকি সাতজন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে পশ্চিম জেলার ছয় জন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়ালো ৭৫৭৯ জনে। এই সময়ে মারা গেছেন ২৩৬ জন।

পুনর্বাসনের মেয়াদ বাড়লো কেলের

আদালতে হাজির না করে থানায় বন্দি যুবক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। গ্রেফতার করে তিনদিন ধরে লকআপে যুবক। আইনের নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টা তিনবার পেরিয়ে গেলেও আটক যুবককে পেশ করা হয়নি আদালতে। থানায় রেখেই নির্যাতন চালানো হচ্ছে। পশ্চিম থানার বিরুদ্ধে এই ধরনের বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নং ওয়ার্ড এলাকার রামসুন্দরনগরের বাসিন্দা রাখাল রত্নপাল। তিনি প্রত্যেকদিন থানায় গিয়ে ছেলে মিন্টু রত্নপালকে আদালতে পেশ করতে দাবি করে আসছেন। কিন্তু কেউই রাখাল রত্নপালের বক্তব্য শুনতে নারাজ। রাখালের অভিযোগ, তার ছেলে মিন্টু রত্নপালকে গত ২১ নভেম্বর রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ রামসুন্দরনগর থেকে তুলে আনে পুলিশ। কী কারণে তুলে আনে এখনো পর্যন্ত পুলিশ এই বিষয়ে জানায়নি। থানার লকআপে রাখা হচ্ছে মিন্টুকে। থানার ভেতরে খাবার পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। রাখালবাবু ছেলের জন্য রুটি এবং বিস্কুট নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক সাব ইনসপেক্টর এগুলি দিতে দেয়নি। না খেয়ে মরছে বলেছেন তিনি। মঙ্গলবারও বিকাল পৌনে তিনটা পর্যন্ত থানায় ছিলেন রাখাল। ছেলেকে তখনও দেখেছেন লকআপের ভেতর। তিনি পুলিশবাবুকে

বারবার বলে আসছিলেন তার ছেলেকে যেন আদালতে হাজির করা হয়। যা বিচার করবে তা যেন আদালত করুক। কী কারণে পুলিশ ছেলেকে আটক করে রেখেছে তাও তিনি জানেন না। শুধু তাই নয়, কবে নাগাদ আদালতে হাজির করবে এই বিষয়েও পুলিশের কোনও বক্তব্য নেই। জানা গেছে, একটি চুরির মামলায় মিন্টুকে আটক করেছিল পুলিশ। তাকে চুরির ঘটনায় থানায় দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু আইনের নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের হাতে আটকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হয়। অথচ পশ্চিম থানার পুলিশ মিন্টুকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার দেখায়নি। এই সুযোগ নিয়েই তাকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। দুই বছর আগেই পশ্চিম থানার লকআপে ধৃত এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে উঠেছিল। এর আগেও পশ্চিম থানায় লকআপে আটকার করার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসব ঘটনায় পুলিশ শিক্ষা নেয়নি বলে অভিযোগ। রাখাল আরও দাবি করেছে তার ছেলেকে থানার লকআপে রেখে মারধর। এভাবে আর কতদিন থানায় রাখবেন তার জবাব দিচ্ছে না পুলিশও।

সুরঙ্গ বানিয়ে পাচার



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের সীমান্তগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর দাবি করলেও কোনওভাবেই বন্ধ হচ্ছে না পাচার। ত্রিপুরা থেকে প্রত্যেকদিন ন্যূনতম ৫০টি গাড়ি গরু নিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রাই। বিশেষ করে কৈয়াচেপা সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার করার সহজ পথ তৈরি করা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশি সীমান্তের কৈয়াচেপা এলাকায় কাটাটারের বেড়া রয়েছে। গোটা এলাকাতেই গভীর জঙ্গল। স্থানীয়দের বক্তব্য, কাঁটাটারের বেড়ার নিচে দিয়ে পাচারকারীরা সুরঙ্গ তৈরি করেছে। এই সুরঙ্গ দিয়ে পাচারের ছোট গাড়ি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে। প্রত্যেকদিন অত্যন্ত ৫০টি

গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০টি গরু পাচার হচ্ছে। পাচারের সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা জঙ্গলের আশ পাশ এলাকা দিয়ে টলে যায় না বলে অভিযোগ। এই এলাকার নিদ্রিষ্ট স্থান দিয়ে কাঁটাটারের বেড়াও কেটে নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, কাঁটাটারের বেড়ার পাশে সুরঙ্গটি লতাপাতা এবং ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পাচারের পর সুরঙ্গটির উপর বড় কাঠের লগ ফেলা হয়। যে কারণে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে। পাচারে যুক্ত মিনিট এবং কর্ণজিং সীমান্তেই বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। আমবাসা, হালাহালি, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড় এবং চড়িলাস ম থেকে শুরু করে রাজ্যের বহু জায়গার গরু এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে।

১৪৪ ধারা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ নভেম্বর ।। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সাথে তেলিয়ামুড়াতেও মঙ্গলবার পুর পোর্টের সরব প্রচার শেষ হয়। বিকেল ৪টার পর সরব প্রচার শেষ হয়েই মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। মঙ্গলবার গোটা দিন বিজেপি এবং তৃণমূল জোর প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সকাল থেকে ১৫টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের নিয়ে গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া শহর পরিক্রমা করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থীরা জানান রাজ্যে ব্যাপকহারে সন্ত্রাস চালিয়েছে শাসক বিজেপি। এই সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিজেপি পুর ভোট জিততে চাইছে। বিনা দোষে তৃণমূল নেতাদের জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। প্রার্থীদের কোনরকম প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। হামলার জেরে সবাই আতঙ্কিত। এমনিতেই প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ, তার উপর সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করেছে বিজেপি। এমনকী সাংবাদিকরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এদিকে, বিজেপি প্রার্থীরাও প্রতিটি ওয়ার্ডে মিছিল ছিল বেপাতা। এবারের ভোটে তেলিয়ামুড়ায় সিপিআইএম’র প্রচার ছিল না বললেই চলে। শুধু মাঝে একদিক জিতনে চাঁতুঘরী উপস্থিতিতে মিছিল হয়েছিল। এছাড়া বাকি দিনগুলিতে সিপিআইএম’র প্রচার দেখা যায়নি বলে অভিযোগ তেলিয়ামুড়াবাসীরা। তন্মিহাভার ১৫টি ওয়ার্ডে ৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ঝুলন্ত দেহ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। অস্বাভাবিক মৃত্যু কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না রাজ্যে। পুর নির্বাচনের দিনগুলোতেও অস্বাভাবিক মৃত্যু লেগেই রয়েছে। এবার আরও দুই মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। মৃতরা হলেন সুমন দেববর্মা (২২) এবং ভজন ভৌমিক (৫৭)। মঙ্গলবার সকালে রানিরবাজার এলাকার বাড়ির শৌচাগারের ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়ে ভজন ভৌমিকের দেহটি। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। খবর পায়ে ছুটে যায় রানিরবাজার থানায় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিনই শহরতলির শ্রীনগর থানার অন্তর্গত জারুলবাড়ি এলাকায় সুমন দেববর্মা নিজের বাড়িতেই ফাঁসিতে আত্মঘাতী হন। এলাকাবাসীর ধারণা, প্রণয় সংক্রান্ত কারণেই আত্মহত্যা করেছে সুমন। ঘটনার সূত্ তদন্ত করলে প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে।

ডাইনিং হল

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চন্ডিলাম, ২৩ নভেম্বর ।। পুন্ডরবাড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সিন-ডে-মিলের খাবার পরিবেশনের জন্য ডাইনিং হল নির্মাণের দাবি তুললো ছাত্রছাত্রী-সহ এলাকাবাসী। এই দাবির স্বপক্ষে অনেকাংশা সমত পোষণ করেছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই স্কুলে ৭৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলটি। বিশ্রামগঞ্জ-উদয়পুর জাতীয় সড়কের পাশে পুন্ডরবাড়ি এলাকায় স্কুলটির অবস্থান। ডাইনিং হল না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সময় খোলা আকাশের নিচে অথবা স্কুলের বারান্দায় বসে সিন-ডে-মিল গ্রহণ করতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনে খুব অসুবিধায় পড়তে হয় পড়ুয়াদের। প্রথর রোদের মধ্যেও সমস্যা়া়া় পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলে জায়গা কম। তা সত্ত্বেও ইচ্ছা থাকলে ডাইনিং হল নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার অভিভাবকরাও চাইছেন স্কুলে একটি

• এরপর দুইয়ের পাঠায়

ভোট বয়কটের ডাক সম্রাট’র

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। পুর সংস্থার নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন এনএসইউআই প্রশ্নেশ সভাপতি সম্রাট রায়। ৪০ নম্বরের পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন চলছে। কিন্তু সরকার কিংবা শিক্ষা দফতর পড়ুয়াদের দাবি মেনে নেয়নি। তাই সম্রাট রায় এদিন বলেন, এই প্রতিবাদে পড়ুয়াদের মধ্যে যারা ভোটার তারা ভোট বয়কট করবে। অর্থাৎ প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন ছাত্রনেতা সম্রাট রায়। আগরতলা পুর নিগম-সহ অন্যান্য পুর সংস্থার নির্বাচন পর্ব সাদ্ধ হলেই বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে এনএসইউআই। ইতি পূর্বে আন্দোলন সংগঠিত করে এনএসইউআই তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে। এনএসইউআই’র প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায় মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন আন্দোলন চলবে। পুর সংস্থার নির্বাচনের পরেই আন্দোলন আরও তেজি করা হবে। তবে এই পুর

সংস্থার নির্বাচনে যারা ভোটার অর্থাৎ ভোটার পড়ুয়া তারা প্রতিবাদে ভোট বয়কট করবে। তিনি এও জানান, ছাত্র স্বার্থে সরকার কাজ করছে না। তার দাবি শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতা চলছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, নবম ও একাদশ শ্রেণির ৪০ নম্বরের পরীক্ষার দাবিতে অন্যড় এনএসইউআই। সম্রাট রায় বলেন, রাজ্যে কিছু দিন যাবত রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি শিক্ষামহলেও এক অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার নম্বর নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা দফতরের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি দাবি করেন, শিক্ষা দফতর প্রথমে নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ৪০ নম্বরের জন্য নেওয়া হবে বললেও শেষ মুহুর্তে ৮০ নম্বরের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন যাবত ছাত্রনেতা সম্রাট রায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত

এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কাঞ্চনপুরে সম্রাট রায়ের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ অহিংস আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের আচরণের প্রতি মানবিক হতে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি চরম ঈশ্বারি দিয়ে বলেন যে, অবিলম্বে নবম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ৪০ নম্বরের মধ্যে নেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। না হলে সারা রাজ্যের মধ্যে জনআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এদিকে ওবসি পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ড না পাওয়ার বিষয়টি নিয়েও আন্দোলন সংগঠিত করার কথা বলেছেন এনএসইউআই’র প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়।

ডিম বণ্টনে নার্সদের দুর্নীতি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৩ নভেম্বর ।। জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের খাবার বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ উঠলো। অভিযোগের তির সরাসরি কর্মরত নার্সদের বিরুদ্ধে। রোগীদের বরাদ্দ করা খাবার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নার্সদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলেছেন রোগী এবং তাদের অধিকারী। মঙ্গলবার এ নিয়েই চাঞ্চল্য দেখা দেয় হাসপাতাল চত্বরে। জিবিপি হাসপাতালে বহু বছর ধরেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি রোগীদের খাবার দেওয়া হয়। খাবারের গুণমান নিয়ে এমনিভাবেই বহুবার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু খাবার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সাধারণত শোনা যায়নি। সরকারিভাবে রোগীদের দেওয়া পুষ্টির খাদ্য পুরোপুরি না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বেশ কয়েকজন রোগী। বিশেষ করে জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীদের খাবার বণ্টনে দুর্নীতির

অভিযোগ উঠেছে। সরকারিভাবে নিয়ম করে প্রত্যেকদিন রোগীদের জন্য ডিম দেওয়ার কথা। কিন্তু হাসপাতালে রোগীদের প্রত্যেকদিন ডিম দেওয়া হয় না। ডিম দিলেও

ভস্মীভূত ঘর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। শহরে অধিকাতেও ভস্মীভূত একটি ঘর। আবারও গ্যাসের সিলিভার থেকে অগুন লাগার ঘটনা। অধিকাণ্ডে গুরুতর জখম বাড়ির মালিক উৎপল দেববর্ম।। কয়েকদিন আগেই গান্ধীধামে গ্যাস সিলিভারের বিস্ফোরণে মারা যান এক মহিলা। এই ঘটনার পর এবার উজান অভয়নগরে গ্যাস সিলিভার থেকে অধিকাণ্ড। জানা গেছে, উজান অভয়নগরের বাসিন্দা উৎপল দেববর্ম।। এদিনই নতুন গ্যাস সিলিভার বাড়ি নিয়েছিলেন। রান্না করার সময় সিলিভার থেকে অতিরিক্ত

বেশিরভাগ রোগীকে অর্ধেকটা দেওয়া হয়। কর্তব্যরত নার্সরা নিজদের হাতেই রোগীদের হাতে ডিম দেন। যদিও নার্সদের ডিম বণ্টন করার কথা ছিলো না। তাদের রোগীদের দেহভাল করার কথা। অথচ ডিম বণ্টনে যুক্ত হয়ে পড়লেন নার্সরাই। আলাদা সংস্থাকে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। অথচ ডিম হাতিয়ে নিতে কয়েকজন নার্স এগিয়ে এসে বাড়তি দায়িত্ব নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবারও একটি করে ডিম দেওয়ার জন্য প্রত্যেক রোগী পিছু বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু এক কর্তব্যরত নার্সকে দেখা গেছে অর্ধেকটা করে ডিম নিজের হাতেই রোগীদের দিচ্ছে। এ নিয়েই উজান অভয়নগরে রোগী প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদ ধীরে উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযোগ উঠছে দ্রুত এসব ঘটনা তদন্ত করার। কারণ, নার্সরা কোনওভাবেই ডিম বণ্টনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নন জিবিপি হাসপাতালে।

বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিয়ে ফেরার তৃণমূল নেতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ নভেম্বর ।। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার বাড়ি থেকে দশ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করলো পুলিশ। এই বাংলাদেশিদের তৃণমূলের সভায় ব্যবহার করেছিল অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকায় গভগোল বাঁধাতেও বাংলাদেশিরা চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে

থানায়। দশজনকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মাসুদ মিঞাকে প্রেতোর করতে পারেনি পুলিশ। মঙ্গলবার সকালেই সোনামুড়া থানার পুলিশ মাসুদ মিঞার বাড়ি থেকে দশজনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, রাজা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্ছের রিপোর্ট ছিলো মাসুদের বাড়িতে

বাংলাদেশিরা আশ্রয় নিয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতেই সোনামুড়া থানার পুলিশ অভিযান চালায়। তবে পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিলো এই বাড়িতে আরও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে পালায় মাসুদও। পলাতকদের খোঁজে অভিযান চালিয়ে

যাচ্ছে পুলিশ। ধৃত দশ বাংলাদেশিকে আদালতে হাজির করেছিলো পুলিশ। বিচারক তাদের জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দেন। জানা গেছে, পুরভোটে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মাসুদ বাংলাদেশিদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাসুদের বিরুদ্ধে আগাও সীমান্তে পাচার বাণিজ্য যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের ধারণা, মাসুদ

বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে। সীমান্তে বিএসএফকে এ বিষয়ে সচেতন করেছে থানা। এদিকে, ধৃত দশ বাংলাদেশিকে আদালত ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুরভোটার কোনোর আশেই তৃণমূল নেতার বাড়িতে বাংলাদেশিদের আটকের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে। সীমান্তে বিএসএফকে এ বিষয়ে সচেতন করেছে থানা। এদিকে, ধৃত দশ বাংলাদেশিকে আদালত ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দেন। পুরভোটার কোনোর আশেই তৃণমূল নেতার বাড়িতে বাংলাদেশিদের আটকের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ বুথে পৌঁছে যাবে ভোট কর্মীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ॥ বহু চর্চিত পুর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সরব প্রচার শেষ হলো মঙ্গলবার। আগামী ২৫ নভেম্বর সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ২০ টি পুর সংস্থার ৩৩৪ টি আসনের মধ্যে ১১২ টি আসনে বিজেপি দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। ২২২ টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৫ নভেম্বর। ২৩ নভেম্বর নির্ধারিত সরব প্রচারের শেষ লগ্নে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই ছিল ময়দানে। ভোটারদের কাছে শেষবারের মতো পৌঁছে আরও একবার আর্জি জানানোর বার্তায় এদিন শেষ হলো সরব প্রচার। কথিত আছে সরব প্রচার শেষ শুরু নীরব প্রচার। কিন্তু রাজনৈতিক আবহে এই নীরব প্রচারই কৌশলে ঠান্ডা মাথায় প্রচার করতে হয়। প্রার্থী এবং তার দলকে। এবারের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরাও

চমক দিয়েছে। আগামী ২৮ নভেম্বর ভোট গণনা। রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি এবারের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী আছেন ২১জন। আবার তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআই, সিপিএম, কংগ্রেস, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়াও টিডিএফ, ত্রিপ্রা মথা এবারের ভোট যুদ্ধে শামিল। মোহনপুর, রানিরবাজার, বিশালগড়, উদয়পুর, শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এমনিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। তাছাড়া কমলপুর নগর পঞ্চায়েত সম্পূর্ণরূপে এবং জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের ১০ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি দল। আগরতলা পুর নিগমে ৫টি, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতে ১টি এবং আমবাসা পুর পরিষদে তিনটি আসনে লড়াই করছে ত্রিপ্রা মথা। ৩৩৪টি আসনের জন্য মোট বুথ কেন্দ্র ৭৭১টি। আর ২২২টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে ৬৪৪টি বুথে। এই

আসনগুলোতে মোট ভোটার ৪৯৩০৪১জন। তার মধ্যে পুরুষ ২৪৩২৪৮, মহিলা ভোটার ২৪৯৭৭৯জন। অন্যান্য ১৪জন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলও ময়দানে রয়েছে। ৩৩৪টি আসনের মধ্যে ৩৩৪টিতে বিজেপি লড়াই করছে। তৃণমূল ১৯৭, কংগ্রেস ৯২, আরএসপি ২, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩, নির্দল ২১ এবং অন্যান্য ১০। এক্ষেত্রে নিশ্চয় নজর বেশি আগরতলা পুর নিগমের দিকেই। ৫১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি ৫১টিতেই লড়াই করছে। বামেরা লড়াই করছে ৪৬টি আসনে। তবে মূল লড়াই কার সাথে কার তা এখনও স্পষ্ট নয় কারণ ভোটের সরব প্রচারে বিজেপি, তৃণমূল যেন একেবারে মুখোমুখি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল শূন্য থেকে ফের শুরু করে যা-ই অর্জন করবে তাই ভোট বাজারকে গরম করবে বলে

মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৩ সালের আগে এই পুর সংস্থায় নির্বাচনি রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্সট্রা মাইলজ দেবে। পরিস্থিতি যাই হোক ভোটের ময়দানে বরাবরই কোনও না কোনওভাবে ত্রিমুখী লড়াই তেজি হয়। কিন্তু এবারের নির্বাচনে কোথাও কোথাও ত্রিমুখী আবার চর্চুমুখী লড়াইও আছে। তবে আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচনে বেশ কয়েকটি আসনে জেন করে প্রার্থী আছেন। আবার ৬ জন করেও প্রার্থী আছেন বেশ কয়েকটি আসনে। তবে বনমালীপুর বিধানসভার পাশাপাশি ৬ আগরতলা বিধানসভার দিকেই পুর নিগম নির্বাচনের মূল ফোকাস। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এবারের নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছে ২০২৩ সালের রায় বীণিয়ে পড়বে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল। ভোটের ময়দানকে তারাও গরম করবে। কারণ লক্ষ্য ২০২৩।

‘নির্বাচন গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব’

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ॥ রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে আগামী ২৫ নভেম্বর আগরতলা পুর নিগম ও অন্যান্য পুর এবং নগর এলাকার নির্বাচনে উৎসবের মেজাজে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আইনমন্ত্রী তাঁর অফিস কক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবাসীর প্রতি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু রাজ্যের আসম

পুরভোটকে বানচাল করার জন্য একটা মহল থেকে দীর্ঘদিন ধরে গভীর ষড়যন্ত্র করছে। একটি রাজনৈতিক দল পুরভোটকে পিছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানিয়েছিলো। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে রায় দেয় যে পুরভোট নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে গণতন্ত্রের জয় বলে অভিহিত করেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেন, যারা ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে চাইছিলেন তাদেরকে সমুচিত

জবাব দেওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এস এস দে।

এফসিআই কাণ্ডে আরও এক গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ নভেম্বর ॥ ধর্মনগর এফসিআই গোড়াউনের চাল চুরি কাণ্ডে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ জয়নাল মিয়া (৩১)। তার বাবা মৃত সাদেক আলি। বাড়ি ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩ নং ওয়ার্ডে। এফসিআই’র চাল চুরি কাণ্ডে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০/১২০(বি)/১৪৯/৩৯৫ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলার নম্বর ৮-২/২১। এই মামলায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আগেই গ্রেফতার করেছিল। ঘটনার কয়েক মাস পর মঙ্গলবার মহম্মদ জয়নাল মিয়াকে গ্রেফতারের সক্ষম হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃত জয়নাল মিয়া এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। সে কয়েক মাস ধরে পলাতক ছিল। মঙ্গলবার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত বাগবাসা ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। গত ৯ জুলাই গভীর রাতে ধর্মনগর এফসিআই গোড়াউন থেকে প্রায় ১০০ বস্তা চাল চুরি হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চাল চুরি হয় তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল ওই সময়। গোড়াউনের নাইট গার্ডের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ঘটনার পরদিন ধর্মনগর থানায় মামলা দায়ের হতেই পুলিশ তদন্তে নেমে বটশ্রী জোর কালাভর্তি এলাকায় মৃত্যুঞ্জয় পালের গোড়াউন থেকে চুরি করা মামলা মালিক মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ধৃতদের জেরা করে জয়নালের নাম জানতে পারে তদন্তকারীরা। বাগবাসা ফাঁড়ির পুলিশের কাছে এদিন গোপন সূত্রে খবর আসে পলাতক অভিযুক্ত সঞ্জিষ্ট এলাকার এক বাড়িতে লুকিয়ে আছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলা। সেখান থেকে জয়নালকে তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। বুধবার জয়নালকে ধর্মনগর আদালতে পেশ করা হবে।

পাহাড়ে ফের ম্যালেরিয়া

সমতলে ডেঙ্গু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৩ নভেম্বর ॥ পাহাড়ে ম্যালেরিয়া যখন জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে, তখন সমতলে শোনা যাচ্ছে ডেঙ্গুর পদধ্বনি। মঙ্গলবার কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে এক রোগীর দেহে পাওয়া গেলো ডেঙ্গুর জীবাণু। যা আমবাসা মহকুমায় স্মরণীয়ত্বকালে প্রথম। জানা যায়, আক্রান্ত ব্যক্তির নাম বিকাশ শর্মা। বাড়ি লালছড়ি থামে। বর্তমানে জেলা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই ব্যক্তি। এই বিষয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সাগর মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, বিকাশ শর্মা নামের ওই ব্যক্তি জ্বর সহ আনুবঙ্গিক লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিসেবা নিতে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা করান। এতেই ধরা পড়ে ডেঙ্গু জীবাণুর উপস্থিতি। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি ধলাই জেলা স্বাস্থ্য অধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। উল্লেখ্যশীয় যে, এডিস মশক বাহিত এই ভাইরাল রোগটি যনবসতিতে এই ভাইরাস পালিয়ে প্রাণী দিয়েছে। দ্রুত ছড়ায় এবং ভারতবর্ষে ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্তে মৃতের হার ১-৫ শতাংশ। আমবাসা মহকুমার সমতল এলাকায় যনবসতিতে এই সংক্রামক রোগের উপস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। এখন স্বাস্থ্য দফতর এই সংক্রামক জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা থামিয়ে দেওয়ার জন্য কত দ্রুত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে এটিই এখন দেখার বিষয়।

ভোটের আগে বোমাতক্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৩ নভেম্বর ॥ বোমাতক্ষে সারারাত অনিদ্রায় কাটালো পদ্মচোপা গ্রামের মানুষ। ঘটনা সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর থানা এলাকার ইন্ড্রিজ সাহার বাড়িতে হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনতে পায় এলাকাবাসী। ওই সময় রাত আনুমানিক ১২টা বাজে। বিকট শব্দে গোটা গ্রাম কঁপে ওঠে। শুরু হয় হইহই চৌচামেচি। এগিয়ে আসে প্রতিবেশীরাও। রাতের অন্ধকারে দেখা যায় ১০ থেকে ১২ জনের একদল সমাজস্বোহীকে।

চুরির মোবাইল উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ নভেম্বর ॥ চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে সাফল্য পেল আর এক পুর থানার পুলিশ। ২০২১ সালে আরকে পুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় চুরি হয়ে যাওয়া প্রায় ১০০টির উপর মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয় আরকে পুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবারও আরকে পুর থানার জিডি এন্ট্রি সূত্র ধরে ৬টি মোবাইল উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে

উদ্বিগ্ন টিডিএফ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ॥ রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন টিডিএফ রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তাপস দে। তিনি তার বক্তব্য বলেছেন, এরাওকে কংগ্রেসের বার্ঘতার জন্য বিজেপির উত্থান হয়েছে। ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর যা ঘটছে তা এক কথায় অবাস্ত্বিত। কিন্তু এখন পুর সংস্থার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে বা ঘটে চলছে তা কলঙ্কিত ছাড়া কিছুই নয়। ত্রিপুরার নির্বাচনি ইতিহাসে এমন কলঙ্কিত দিন আর কখনেই রচিত হয়নি। বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনি প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধী দলগুলো যেন তাদের কর্মকাণ্ডের অধিকার হারিয়ে ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষও রক্ষা পাচ্ছে না। পুলিশ আক্রান্ত, থানা আক্রান্ত, শাসকদলের দুর্বৃত্তদের হাতে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থক ও নেতৃত্ব। এমন দাবি করে তাপস দে বলেন এটা নজিরবিহীন ঘটনা। আগরতলায় এমন ছিল না। মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে তিনি সকলের কাছে আহ্বান রেখেছেন ভোটদান নিশ্চিত করতে। রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেছেন, দীর্ঘ বাম আমলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে মানুষ ভরসা করে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। কংগ্রেসও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেনি। অবাম ভোটাররা অবাম সরকার চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তা পারলো না কিন্তু বিজেপি তা করলো। বিশাল সংখ্যক কংগ্রেসী ভোটার বিজেপি দলে শামিল হয়ে গেছে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে। বাম সরকারের পতন ঘটানো হলেও এখন বাম সরকারের আমলের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে। যা এ রাজ্যের জন্য কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হয়েছে। তিনি দাবি করেন, উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বিরোধী দল কিবা বিরোধী মানসিকতার মানুষ প্রতিনিয়ত অশিষ্ট আচরণের শিকার। ২০২৩ সালে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন। এর আগে পুর নিগম নির্বাচন সেমিফইনাল। কিন্তু শাসক দল বলছে উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন হলে উন্নয়নের উপর ভর করেই কেন বিশ্বাস করতে পারছে না শাসক বিজেপি। বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনায় ব্যথিত তাপস দে। নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন, পুর সংস্থার নির্বাচন অব্যাহত শান্তিপূর্ণ ও সন্তুভাবে করার ক্ষেত্রে যেন কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করে। টিডিএফ পুর নিগমের নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। টিডিএফ প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বানও রাখেন তিনি। তার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন— শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নাগরিকদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিক আরক্ষা প্রশাসনে।

বিজেপি কর্মীরা হুমকি দিয়েছে। সিপিএম’র তরফে অভিমত না হলেও নির্বাচনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত না যায়। তারপরও যদি ভোট দিতে যায় তাহলে পরিণাম ভালো হবে না। বিশেষ করে ১৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী, তার ভাই ও ছেলে একযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভোট দিতে না যেতে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএম’র। ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ডে ভোট দিতে গেলে পরিণাম খারাপ হবে বলে শাসায়। এমনকী ১৬ নং ওয়ার্ডে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ সিপিএম’র। পুর নিগমের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকদের মোবাইল ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে ভোটার দিন বাড়ি থেকে বের না হন। ভোট দেওয়া যাবে না ও পোলিং এজেন্ট হওয়া লবের না এই ধরনের হুমকিও দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ ভোটারদেরও ভয় দেখানো হয়েছে ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য। সিপিএম এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করে আরও বলেছে, সোমবার শেষরাত দেড়টা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত শ্যামলী বাজার, ৭৯ টিলা ইত্যাদি এলাকায় বিজেপি দুর্বৃত্তরা পর পর ৫টি বাড়িতে আক্রমণ চালায়। ৭৯

বাড়ি বাড়ি হুমকি অভিযোগ বামদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ॥ সবেমাত্র সরব প্রচার শেষ হলো। রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার পুর সংস্থার নির্বাচন। স্বাভাবিক কারণে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিতভাবে হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি যেন ক্রমশ ভোট দিতে না যেতে হুমকি দিয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ক্রমশই বাড়ছে। সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপির নেতৃত্ব, প্রার্থী ও কর্মীরা সাধারণ ভোটার, বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকদের ভোট দিতে না যেতে যে ঘৃণ্য কায়ায় ঈর্ষণারি ও হুমকি দিচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। পার্টির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী বলেছে,

আজ রাতের ওষুধের দোকান ইন্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

বিজেপি কর্মীরা হুমকি দিয়েছে। সিপিএম’র তরফে অভিমত না হলেও নির্বাচনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত না যায়। তারপরও যদি ভোট দিতে যায় তাহলে পরিণাম ভালো হবে না। বিশেষ করে ১৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী, তার ভাই ও ছেলে একযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভোট দিতে না যেতে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএম’র। ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ডে ভোট দিতে গেলে পরিণাম খারাপ হবে বলে শাসায়। এমনকী ১৬ নং ওয়ার্ডে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ সিপিএম’র। পুর নিগমের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকদের মোবাইল ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে ভোটার দিন বাড়ি থেকে বের না হন। ভোট দেওয়া যাবে না ও পোলিং এজেন্ট হওয়া লবের না এই ধরনের হুমকিও দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ ভোটারদেরও ভয় দেখানো হয়েছে ভোট দিতে না যাওয়ার জন্য। সিপিএম এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করে আরও বলেছে, সোমবার শেষরাত দেড়টা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত শ্যামলী বাজার, ৭৯ টিলা ইত্যাদি এলাকায় বিজেপি দুর্বৃত্তরা পর পর ৫টি বাড়িতে আক্রমণ চালায়। ৭৯

বাইক চুরির মাস্টারমাইন্ড ধৃত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর ॥ আখের রসের ব্যবসার আড়ালে বাইক চুরি চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে আটক এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইক চোর চক্রের মাস্টারমাইন্ড বলে জানা গেছে। বহু বাইক চুরির ঘটনার সাথে সে জড়িত বলে পুলিশ সূত্রের খবর। অবশেষে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের উল্টো দিকে সোনামুড়া চৌহমুহনি থেকে আটক এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত আন্দুল বাসারকে (২৭)। তার বাড়ি মেলাঘর থানাদীন ইন্দিরানগর ষাণতলাী এলাকায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবত সে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের উল্টো দিকে আখের রস বিক্রি করে আসছে। অত্যন্ত গরিব ঘরের যুবক তারারাত অর্নেক টাকার মালিক বনে যায়। তারপর

টিলায় একজন সিপিআই(এম) কর্মীর স্কুটি পুড়িয়ে দেয়। সিপিআই(এম) উত্তর আগরতলা লোক্যাল সম্পাদক বিটন দাসের বাড়ি আক্রমণ করে। দুর্বৃত্তরা ভোর সাড়ে চারটা অবধি এই তাণ্ডব চালায়। ৩৯ নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী নিজেই ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোট দিতে না যেতে হুমকি দিয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ক্রমশই বাড়ছে। সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপির নেতৃত্ব, প্রার্থী ও কর্মীরা সাধারণ ভোটার, বামফ্রন্টের কর্মী ও সমর্থকদের ভোট দিতে না যেতে যে ঘৃণ্য কায়ায় ঈর্ষণারি ও হুমকি দিচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। পার্টির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী বলেছে,

কমিটির তরফে গৌতম চক্রবর্তী জানান, সোমবার রাত ১টা ২০মিনিট নাগাদ সিপিআই(এম) উত্তর আগরতলা লোকাল কমিটির সম্পাদক বিটন দাসের শটমলী বাজারস্থিত বাড়ি়তে বিজেপি আশ্রিত বহিরাগত দুদ্ভুতিরা চড়াও হয়ে বাড়ির গেইট ভেঙে ঢুকে বাড়িতে রাখা বিটন দাসের ভাইয়ের অটোরিকশাটি ভাঙুর করে। এই ঘটনায় বাড়ির মানুষের চিংকার চৌচামেচিতে আশপাশের মানুষ বেড়িয়ে আসে, তখন দুদ্ভুতিরা পালিয়ে যায়। সংখ্যায় তারা ১৫ থেকে ২০ জন ছিল। ওই সময়ে এই এলাকার বসবাসকারী পার্টিকর্মী সুমন পালের বাড়িতেও টিনের বেড়া ভাঙুর করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালেই রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ দত্ত পরে পার্টি মহকুমা কমিটির সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলী বাড়িতে গিয়ে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মানুষ দলমত নির্বিশেষে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। সন্ধ্যায় এলাকার জনগণ শ্যামলী বাজার রিক্রিয়েশন ক্লাবে এক সভা করেন, এই সভা থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলমত নির্বিশেষে বুধবার থানায় গিয়ে এলাকার মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয় তারা সেটা বলবেন। এদিকে সিপিআই(এম) সদর মহকুমা কমিটি এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে যথাযথ নিন্দা নেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। ভিন্ন দিকে সিপিএম নেতা গৌতম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আসম পুর নিগমের নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সরব প্রচারের শেষ দিনে আগরতলা এবং তার আশপাশ ওয়ার্ড এলাকায় বিভিন্ন বিধিন ধরনের কর্মসূচি প্রতিপালন করা হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের ৫, ১৬,১৭, ১৯,২২,৩১,৩২ এবং ৩৪নং ওয়ার্ডে প্রার্থীসহ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। তাছাড়া ২১ থেকে ২৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় গাড়ি প্রচার ও কিছু জায়গায় পথসভা করা হয়েছে। সোমবার ৬ ও ৭, ১১, ১২, ১৩ নং ওয়ার্ড এলাকায় মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল সিপিএম’র তরফে। তবে বিভিন্ন জায়গায় মঙ্গলবার রাতের অশান্তির খবর পাওয়া যায়।

বাইক ও অটো সংঘর্ষে আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ নভেম্বর ॥ বাইক এবং অটোর সংঘর্ষে আহত হন এক যুবক। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ক্লেডিমাই জাতীয় সড়কে। আহত যুবকের নাম রাজীব দেবনাথ (৩৫), পিতার নাম সন্তোষ দেবনাথ। রাজীব টিআর০১ইউ ৫৮৯৫ নম্বরের বাইক নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার সময় মেলাঘরে টিআর০৭বি১৬০৭ নম্বরের একটি পণ্যবাহী গাড়ি তারে ধাক্কা দেয়। গাড়ির ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান রাজীব। হাতে-পায়ে আঘাত পান তিনি। বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ বাইক এবং পণ্যবাহী গাড়িটি বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। তবে এই সড়কে যান দুর্ঘটনা হ্রাস টনাতে ট্রফিক পুলিশ কেন্দ্রও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বরাবরই অভিযোগ করছে যাত্রী সাধারণ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : অহেতুক মাথা গরম করে নানা বামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীরে জন্য দিনটি শুভ। বাছ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ **মেষ** : কষ্ট করতে পারেন। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। **মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ বমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে। **কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারবে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সমস্যা হবে হতে পারে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে। **সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে। **কন্যা**: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। **কম্বেলে** কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। **তুলা** : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

অবসান থেকে কিছুটা মুক্তি। কর্মস্থল নির্ব্বাঞ্চেট কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল নির্দেশ করছে। সাফল্যের পথে কোনও বাধা থাকবে না। শত্রু হ্রাস পাবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে। **বৃশ্চিক** : শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। সন্মানহানির সম্ভাবনা আছে দিনটিতে। তাই চলাফেরায় সর্বত্র থাকতে হবে। শুভ শ্রুত্বা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে ব্যবসায় নানান সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে থাকতে হবে। **ধনু** : দিনটিতে জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। মানসিক দিকও ভালোই যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। তবে আত্মীয় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চলবেন। ব্যবসায়ীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। **মকর** : দিনটিতে মাথা ঠান্ডা রেখে চলবেন। কর্মক্ষেত্রে উপরওয়ালা ও সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলুন। আর্থিক দিনটা খারাপ নয়। তবে ব্যয় পরিহার করুন। বিশেষ করে অযথা ব্যয় করবেন না। **কুম্ভ** : স্বাস্থ্য ও মানসিক দিকও ভালোই যাবে। বন্ধু থেকে উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশকে আনন্দদায়ক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা খারাপ হবে না। **মীন** : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকবেন। দিনটিতে মনের শান্তি বিয় হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ততটা শুভ নয়।

আশঙ্কাজনক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৩ নভেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত যুবক বর্তমানে বহিরা্জ্যের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার রাতে চুরাইবাড়ি থানার অত্তর্গত দয়ানন্দধাম আশ্রম সংলগ্ন এলাকার শ্রীবাস দে ওরফে সু্যেন বাইক নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। দমকল বাহিনী আহত যুবককে প্রথমে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাকে

● এরপর দুইয়ের পাভায়

ফের বাংলাদেশি যুবক-যুবতি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যে করিডর বানিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অঐবধ অনুপ্রবেশকারী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবাধে বিচরণ করছে। অবশ্য এক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুলিশ ও গোয়েন্দা শাখা-সহ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সক্রিয় আন্তর্জাতিক দালাল চক্র এই কাজ করে যাচ্ছে। অজ্ঞাত কারণে রাজা পুলিশ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিগত এক পক্ষের মধ্যে ১০ থেকে ১২ জন বাংলাদেশি যুবক-যুবতি ত্রিপুরা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গিয়ে

অসম-চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার রাত দশটা নাগাদ আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী শেরওয়ালি ট্রাভেলসের বাসে উঠে বাংলাদেশি একজোড়া যুবক-যুবতি। ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম-চুরাইবাড়ি গেটে প্রবেশ করতেই ইনচার্জ মিটু শীলের নেতৃত্বে গাড়িটি তল্লাশি করে তাদের নিজেকে দাবি করলেও প্রথমে জানায় তার জন্ম চণ্ডীগড়ে। সে কর্মসূত্রে কখনো বলছে চেন্নাই এবং কখনো বলছে মাদ্রাজ অবস্থান বেরেছিলো। তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তাছাড়া

তালুকদার (২৩), পিতা রহিম তালুকদার। বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার শিয়ালদি গ্রামে। তার সঙ্গে তার কাকাতো বোন শবনম আক্তারও (২৫) ছিল। অনর্গল বাংলা ভাষায় কথা বলা শবনমের সঙ্গে ব্যঙ্গালুরুতে তৈরি হওয়া একটি ভুয়া আধার কার্ড উদ্ধার হয়। সে কণ্ঠিকের বাসিন্দা বলে নিজেদের দাবি করলেও প্রথমে জানায় তার জন্ম চণ্ডীগড়ে। সে কর্মসূত্রে কখনো বলছে চেন্নাই এবং কখনো বলছে মাদ্রাজ অবস্থান বেরেছিলো। তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তাছাড়া

ত্রিপুরার কোন্ বর্ডার দিয়ে তারা রাজ্যে প্রবেশ করেছে তাও বলতে পারেনি। তাই মোটা অঙ্কের বিনিময়ে দালাল চক্র যে সক্রিয় রয়েছে তা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। মঙ্গলবার তাদের করিমগঞ্জ সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুটি বাংলাদেশি সিম কার্ড ও বাংলাদেশি ঔষধ-সহ বিভিন্ন মজেক্কে দাবি করলেও প্রথমে জানায় তার জন্ম চণ্ডীগড়ে। সে কর্মসূত্রে কখনো বলছে চেন্নাই এবং কখনো বলছে মাদ্রাজ অবস্থান বেরেছিলো। তার কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তাছাড়া

জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩নভেম্বর।। পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকায় সাধারণ নাগরিকরা রাস্তা অবরোধ করেন। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ কৈলাসহর-ধমননগর সড়ক অবরোধ করা হয়। কৈলাসহরের চিনিবাগান এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ উপজাতি অংশের। স্থানীয় নাগরিকরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা চলছে। কয়েকটি কুঁয়ো থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো থেকে জল সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। প্রশাসনকে কয়েক বার লিখিত এবং মৌখিকভাবে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি।

গত ৬ মাস ধরে ডিডব্লিউএস দফতর থেকে এক বেলা গাড়ি করে জল সরবরাহ করা হয় ওই এলাকায়। কিন্তু যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। গত তিন মাস ধরে গাড়ি করে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। যে কারণে এলাকায় পানীয় জলের হাহাকার পড়ে যায়। এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। যার ফলে রাস্তার দু’দিকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে যায়। খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার বিশেষ পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। প্রায় ৪ ঘন্টা পর বিকেল তিনটা নাগাদ ডিডব্লিউএস দফতরের আধিকারিকরা জলের গাড়ি নিয়ে

অবরোধস্থলে আসেন। কিন্তু তাদেরকে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। প্রায় অধ ঘন্টা কথা বলার পর আধিকারিকের কথা মেনে নেয় গ্রামবাসীরা। তবে আধিকারিকদের তরফ থেকে আশ্বস্ত করতে হয়েছে প্রতিদিন দু’বেলা গাড়ি করে এলাকায় জল সরবরাহ করা হবে। এরপরই অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় গ্রামবাসীরা। এদিনের অবরোধের জেরে যান চালক থেকে যাত্রী অনেকেই নাহেল হইয়েছেন। কিছুদিন পর পরই পানীয় জলের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ হচ্ছে। কেন পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকার ব্যবস্থাপনা এত দুর্বল সেই প্রশ্ন নাগরিকদের।

মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ নভেম্বর।। বেতাগা জাতীয় সড়কের পাশে জল নিষ্কাশনের জায়গায় জেব পূর্বক মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি ছড়া আছে। এই ছড়ার উপর দিয়ে বর্ষাকালে জল নিষ্কাশিত হয়। বেতাগা এলাকায় সঠিকভাবে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে সামান্য বৃষ্টিতে

সমগ্র এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এই মধ্যে বাইখোড়া এলাকার বাসিন্দা দেবারাং দাস খাসের জায়গা দখল করে ছড়াতে মাটি ভরাট করছে বলে অভিযোগ উঠে এলাকাবাসীর তরফে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দেবারাং দাস বিগতদিনেও এই ছড়া ভরাট করার প্রয়াস চালিয়ে যা়িছিলো। সেই সময় জলের প্রধান ও এলাকাবাসীর হস্তক্ষেপে মাটি ভরাট করা সম্ভব হয়নি। ফের কোনো এক অজানা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় ছড়া ভরাটি করার প্রয়াস চালানো

হচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে জানান, ছড়া ভরাট করা হলে বর্ষার সময় সমগ্র বেতাগা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়বে। তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এলাকাবাসীর গণস্বাক্ষরের মাধ্যমে এলাকাকে জলমগ্ন হবার পথ থেকে রক্ষার জন্য শান্তিরবাজার মহকুশাশক ও স্থানীয় বিধায়কেরদ্বারস্থ হবেন। তারপর সকলে সুবিধার প্রার্থনা করে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। এখন দেখার বিষয়, এলাকাবাসী সুবিধার্থে প্রশাসন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

খবরের জেরে নৌকাঘাটে পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ নভেম্বর।। সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে নৌকাঘাট এলাকায় অনেকদিন ধরে একের পর এক বাইক চুরি হচ্ছিল। এ নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রস্নের মুখে দাঁড়ায়। একের পর এক ঘটনার পরও পুলিশ কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা নিয়েও

হামলার ঘটনায় গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ নভেম্বর।। সোমবার রাতে বিলোনিয়া শহরে দুর্ভুত্বিদের হাতে রক্তাক্ত হন তিন বিজেপি কর্মী। সেই ঘটনায় বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগের আদুল তোলা হয় সিপিআইএম’র বিরুদ্ধে। বিলোনিয়া থানায় এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার নম্বর ৮৫/২১। পুলিশ এই মামলায় অভিযুক্ত চন্দন দে’কে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩৪১/১৪৮/১৪৯ এবং ৩৪ ধারায় মামলাটি রংজ করা হয়। তবে মামলার বাকি অভিযুক্তরা এখনও পলাতক।

প্রশ্ন উঠে। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সংবাদ প্রকাশিত হয়। অবশ্যই নৌকাঘাট এলাকায় বাইক এবং অন্যান্য যানবাহনের নিরাপত্তার দায়িত্বে এখন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দাবি উঠেছিল বাইক পার্কি-এর সামনে সিসি ক্যামেরা লাগানো হোক। শুধুমাত্র পার্কিং জোঁনেই নয়, গেট থেকে জলাশয় প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তায় ও আশপাশ জঙ্গলে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম হয়ে থাকে বলে অভিযোগ। তাই পুলিশের নিরাপত্তা এবং সিসি ক্যামেরার দাবি জোরালো হয়। পুলিশ সিসি ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা না করলেও দু-তিনজন পুলিশকর্মীকে সেখানে নিয়োজিত করা হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সিপাহিজলা একটি অন্যতম স্থান।

প্রতিদিন সেখানে পর্যটকরা আসেন। স্থানীয় লোকজনও নৌকাঘাটে গিয়ে ভ্রমণ করেন। সাপ্তাহিক সময়ে নৌকাঘাট থেকে বেশ কয়েকটি বাইক চুরি হয়েছিল। এমন অনেকেই অভিযোগ করেন বাইক পার্কিং করে ভেতরে গিয়ে কিছু সময় পর ফিরে এসে দেখা যায় বাইক উন্মোচ। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও বাইক আর উদ্ধার হয়নি। এছাড়া ওই এলাকায় অসামাজিক কাজকর্মও বাড়তে থাকে। তাই এখন প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দু’জন টিএসআর জওয়ান এবং একজন পুলিশ কর্মস্বেতবলকে নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এখন দেখার, পুলিশের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চুরি এবং অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে কতটা কার্যকর হয়।

<p> Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued CORRI​GENDU​M against Notice Inviting Tender to construction of Chain link wire mesh fencing with RCC pillar (Spacing 2.5m X 2.5m) and C.C work at base running including fitting & fixing work in complete shape under CAMP​A Scheme during the year 2021-22 under Kumarghat Forest Sub-Division is hereby cancelled. vide No.F.3-48/Dev/Tender-Quotation /SDFO(KGT)/2021-22/10704-39 dated. 16.11.2021. For further details see the website:- www.forest.tripura.gov.in and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.</p> <p> Sd/- Illegible (Er. M. MOG) SDFO, Kumarghat Sub-Divisional Forest Officer</p>	<p> ICA-C-2690-21</p>
--	------------------------------

Sl. No.	Name of work / DNIT No.	Estimated Cost/ Earnest Money	Date of Selling	Last date of opening	Date of opening
1.	Diversion scheme at Tarfadhung Cherra under Kakraban Block/ Hiring of Commercial Vehicle (Maruti Omni/Swift/Wagon R/ Celerio/EECO) not earlier than 2016 for use of Water Resource Sub- Division No.II, Udaipur, Gomati District during the year 2021-22.	3,09,396.00 3,094.00	ON OR AFTER 25.11.2021 TO 4.00PM ON 06.12.2021	UPTO 3.00 PM ON 10.12.2021	On 10.12.2021 at 3.30 PM, if Possible
	D.N.I.T No. 33/EE/WR-III/UDP/DNIT/2021-22.				
N.B: The detailed notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii], Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.					
	ICA-C-2696-21		Sd/- Illegible (Er. M. MOG) EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCE DIVISION-III UDAIPUR, GOMATI, TRIPURA		

মহকুমাশাসকের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কলমপুর, ২৩ নভেম্বর।। স্থানীয়ত্বের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত বিজন সিনহা মহকুমা শাসকের স্বাক্ষর এবং সিল ব্যবহার করে বেআইনি কাজকর্ম চালিয়ে আসছে। অবশেষে কলমপুর মহকুমা প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কলমপুর বড়লুহমা এলাকায় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সামনে বিজন সিনহার দোকান আছে। সেই দোকানে বসে পিআর টিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট-সহ বিভিন্ন নথিপত্র বিক্রি করছে অভিযুক্ত বিজন সিনহা। কলমপুর মহকুমা শাসকের স্বাক্ষর এবং সিল ব্যবহার করে চলতে থাকে তার বেআইনি বাণিজ্য। অভিযোগ পেয়ে সোমবার কলমপুর মহকুমাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী ওই দোকানে হানা দেয়। সাথে ছিল সালোমা থানার পুলিশ। দোকানে তল্লাশি চালিয়ে তারা বেশকিছু আপত্তিকর নথিপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হন। যে কন্স্টিউটারের মাধ্যমে ভুয়ো সার্টিফিকেটগুলো তৈরি করা হয় সেিও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অভিযুক্ত বিজন

অবাধ নির্বাচনের দাবি, দ্বারস্থ প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ নভেম্বর।। অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে পুর ও নগর নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি নিয়ে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয় সিপিআইএম নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার বিলোনিয়ায় সিপিআইএম’র এক প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকের সাথে দেখা করে তাদের দাবি উত্থাপন করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ কথা জানান দলের নেতারা। সাংবাদিক সম্মেলনে উ পস্থিত ছিলেন বাসুদেব মজুমদার, তাপস দত্ত, সুধন দাস প্রমুখ। তারা বলেন, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে মনোনয়নপত্র জমা এবং প্রার্থীদের প্রচারে বিভিন্ন সময় বাধা দান করা হয়েছিল। এর পরও বিরোধীরা তাদের প্রচার চালিয়ে গেছেন। আগামী ২৫ নভেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি উত্থাপন করেছেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। তারা দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশের উহলদারি বাড়তে হবে। প্রতিটি গলি পথের মুখে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা প্রদানেরও দাবি জানিয়েছেন তারা। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার সিপিআইএম নেতৃত্বকে সন্তুষ্টভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে তারা সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। উল্লেখ্য, রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সাথে বিলোনিয়াতেও বিরোধীরা বিভিন্নভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিলোনিয়া পুর পরিষদের একাংশ বাম প্রার্থীরা বাড়িতে হামলাও হয়েছে। অন্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এবং সমর্থকরাও আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রতিটি ঘটনার পর পুলিশকে অভিযোগ জানানো হলেও অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি। এ নিয়েও সিপিএম নেতৃত্ব ক্ষোভ জানিয়েছেন। তারা সন্দ্বিহান আদৌ পুর ও নগর নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে কিনা। কারণ শাসকদল সর্বত্র আতঙ্কের পরিবেশ ক্রায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে সিপিআইএম নেতৃত্বের অভিযোগ।

সিনহাকে গ্রেফতার করে সালোমা থানায় নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে কলমপুর আদালতে পেশ করা হয়। এর আগে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৫/৪৬৬/৬৮৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। যার নম্বর ২৯/২১। আদালত অভিযুক্তকে তিনদিনের জেলহাজতে পাঠায়। নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে। এখন প্রশ্ন উঠছে বিজন সিনহা’র সাথে আর কেউ এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত কিনা? কারণ, একা তার পক্ষে এতবড় কেলেকারি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে অনেকেই মনে করছেন। যেহেতু, দীর্ঘদিন ধরে তার বেআইনি ব্যবসা চলছে, তাই বহু মানুষ হয়তো ভুয়ো সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে সেই ভুয়ো সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা আদায় করা হয়েছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠছে। এতদিন ধরে অভিযুক্ত বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

গাঁজা বাগান ধ্বংস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৩ নভেম্বর।। মঙ্গলবার গোপনে খবরের ভিত্তিতে অধৈমভাবে গড়ে উঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করল পুলিশ। যাত্রাপুর থানার অত্তর্গত কালাীখলা ডিলেজ এলাকার লেদ্রাবাড়ি গ্রামের গভীর জঙ্গলে এদিন অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকা বন দফতরের অন্তর্গত। এদিন ৪ ঘণ্টার অভিযানে প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

বিএসএফ’র তরফে মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৩ নভেম্বর।। পাচারকারীদের হাতে জওয়ান রক্তাক্ত হওয়া এবং অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় কলমচৌড়া থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। দায়েরকৃত মামলার নম্বর ৬৩/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩/৩২৫/৩৪ ধারায় মামলা রংজু হয়েছে কলমচৌড়া থানাধীন রহিমপুর উত্তর পাড়ের বাসিন্দা আব্দুল মতিনের ছেলে মোশারফ আলমের বিরুদ্ধে। বিএসএফ ১৫০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের তরফ থেকে এই মামলা দায়ের হয়। পুলিশ অভিযুক্ত মোশারফের বাইকটি উদ্ধার করেছে। সেই বাইক তুলে দেওয়া হয় কলমচৌড়া থানার পুলিশের হাতে। তবে এই ঘটনার আরও তিনজন জড়িত আছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যারা দীর্ঘদিন ধরে রহিমপুর সীমান্ত দিয়ে পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার নেশা সামগ্রী তারা বাংলাদেশ পাচার করছে। বিএসএফ’র একাংশ লোকজন এই পাচার কার্যের সাথে জড়িত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কাঁটাটারের বেড়া কেটে গরু থেকে লেশা সামগ্রী পাচার চলছে। এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে বিএসএফ বিভিন্ন সময় কড়া পদক্ষেপ প নিয়েছিল। কোন কোন সময় পাচার রংখতে গিয়ে উল্টো বিএসএফ জওয়ানদের উপর আক্রমণ করা হয়। সোমবারও বিএসএফ জওয়ান রবীন্দ্র সিং পাচারকার্য রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। তার সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে নেয় পাচারকারীরা। পরে অবশ্য এলাকার প্রধানের সহায়তায় সেই অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনার পর কলমচৌড়া থানার পুলিশও সেখানে ছুটে গিয়েছিল। বিএসএফ’র অভিযোগ অভিযুক্ত মোশারফ পাচার কার্যের সাথে জড়িত। ওইদিন পাচারকারীদের


শেষ মিছিলের বার্তা নির্ভয়ে ভোট দিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ নভেম্বর।। রাজ্যের নগর ও পুর ভোটের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশবাসী। কারণ, এই সময়ে রাজ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার জন্য জাতীয় সংবাদমাধ্যমে বার বার রাজ্যের নাম উঠে এসেছে। এমনকী দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের হয়। বিরোধীরা প্রথম থেকেই অভিযোগ করছেন রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ একেবারেই নেই। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৫ নভেম্বর রাজ্যে ভোট হতে চলেছে। নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হয়েছে মঙ্গলবার। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বামপন্থীরা মিছিলের মধ্য দিয়ে ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন। সোনামুড়া মহকুমাতেও একইভাবে মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে বাম নেতারা শাসকদলের উদ্দেশেও বিভিন্ন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। তারা বলেন, গত ৪৪ মাসে উন্নয়ন কতটা হয়েছে, তা মানুষের ভালো করে জানা আছে। এখন বড় প্রশ্ন, রাজ্যের অবস্থা আগামীদিন কোনদিকে প্রবাহিত হতে পারে? সেই মাপকাটিটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এই নির্বাচনের

উপর। আগামীদিন এরাজে গণতন্ত্র ফিরে পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা- সেই প্রশ্নের উত্তরও নাকি ভোটের ফলাফলের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে। মঙ্গলবার সকালে শতাধিক বামপন্থী যুবকমী দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত ওয়ার্ডের সড়কপথে মিছিল করে। ঘন্টখানেক মিছিল পরিক্রমা শেষে সোনামুড়া সিপিআইএম দলীয় অফিস প্রাঙ্গণে এসে নেতা কর্মীরা জড়ো হয়। সেখানে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী, পাট্টর রাজা কমিটি সদস্য সামসুল হক, সিট্যুনেতা অহিদুর রহমান ও সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক দিয়েছেন। কোন কোন সময় পাচার রংখতে গিয়ে উল্টো বিএসএফ জওয়ানদের উপর আক্রমণ করা হয়। সোমবারও বিএসএফ জওয়ান রবীন্দ্র সিং পাচারকার্য রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। তার সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে নেয় পাচারকারীরা। পরে অবশ্য এলাকার প্রধানের সহায়তায় সেই অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনার পর কলমচৌড়া থানার পুলিশও সেখানে ছুটে গিয়েছিল। বিএসএফ’র অভিযোগ অভিযুক্ত মোশারফ পাচার কার্যের সাথে জড়িত। ওইদিন পাচারকারীদের

আইটিআই প্রশিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়্লাম, ২৩ নভেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ আইটিআই’এ সঠিক সময়ে না আসার অভিযোগ প্রশিক্ষকদের বিরুদ্ধে। জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ থেকে ১৬ জন প্রশিক্ষক কর্মরত আছেন। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রতিদিন ১১.৩০টার আগে প্রশিক্ষকরা ওই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন না। গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা ঠিক সময়ে চলে আসলেও প্রশিক্ষকরা আসেন দেরিতে। বহুদিন ধরেই এভাবে চলছে বলে অভিযোগ। একেবারে নীরব নিখুঁম এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। ফলে নিতাদিন তারা দেরি করে আসলেও বিষয়টি উত্থর্ষত কর্তৃপক্ষের গোচরে আসছে না। এলাকাবাসী জানিয়েছে, প্রচুর টাকার মাইনে পাওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে প্রশিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনাও লাটে উঠছে।

<div></div> <div>TRIPURA STATE POLLUTION CONTROL BOARD</div> <div>Parivesh Bhawan, Pandit Nehru Complex, Gorkhabasti</div> <div>PO: Kunjaban, Agartala-799006</div>	
No.F.18 (23)/TSPCB/SUP	November 22, 2021
<u>NOTICE INVITING QUOTATION</u>	
Tripura State Pollution Control Board invites Sealed quotations from the dealer/Agency/Supplier/Firm/Contractor for “Supply of Printed Poly-Vinyl Chloride (PVC) Board” to the Tripura State Pollution Control Board, Parivesh Bhawan. P.N. Complex, Gorkhabasti, Agartala, West Tripura. The interested dealer/Agency/Supplier/Firm/Contractor can submit Quotation and other requisite documents in a sealed envelope superscripted “ Notice Inviting Quotation for Supply of Printed Poly-Vinyl Chloride (PVC) Board to TSPCB ” addressed to the Member Secretary, Tripura State Pollution Control Board by 08/12/2021 at 3:00 p.m.	
The detailed Notice Inviting Quotation may be downloaded from website of Tripura State Pollution Control Board (https://tspcb.tripura.gov.in/)	
ICA-C-2698-21	Sd/-Illegible (Bishu Karmakar) Member Secretary

রাজ্য নির্বাচন আয়োগ

ত্রিপুরা।। আগরতলা।।

- ❖ আগামী ২৫ শে নভেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার, সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত সমূহের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
- ❖ ঐদিন নিজ-নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনার মূল্যবান ভোট প্রদান করুন।
- ❖ ২৩ শে নভেম্বর, ২০২১ বিকাল চারটায় নির্বাচনি প্রচার পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর আইন অনুসারে আর ভোট প্রচার কার্য করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার না হলে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেই নির্বাচন ক্ষেত্র এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না।
- ❖ কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে সরকারি সকল বিধি নিষেধ মেনে চলুন।
- ❖ নির্বাচনি প্রক্রিয়া অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

ICA-D-1307-21

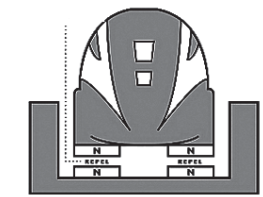
জানা অজানা

শূন্যে ভাসা

রেলগাড়ি



প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেল রেলগাড়ি। মাটি না ছুঁয়ে। শূন্যে ভেসে ভেসে। বহু বিজ্ঞানী বহু বছর ধরে চেষ্টা করছেন এ স্বপ্নটাকে সত্যি করতে। তাঁদের এই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে কক্ষ তাপমাত্রার সুপার কন্ডাক্টর। সুপার কন্ডাক্টর আবিষ্কৃত হয় প্রায় একশ বছর আগে, ১৯১১ সালে। পদার্থবিদ হেইক অনেস দেখতে পান, ২০ কেলভিনের কম তাপমাত্রায় কিছু কিছু পদার্থের রোধ প্রায় শূন্য। অর্থাৎ, ইলেকট্রনগুলো একদম বিনা বাধায় এগুতে পারে। প্রবাহিত হতে পারে। এর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মাইসন ইফেক্ট। পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকে। এসব ইলেকট্রনের আবার স্পিন আছে। দুই রকমের স্পিন দেখা যায়। একটা স্পিন আরেকটার বিপরীত। অর্থাৎ একই শক্তিস্তরে থাকা জোড়বদ্ধ দুটো ইলেকট্রনের একটির স্পিন ১/২ হলে অন্যটার হয় -১/২। আর চার্জযুক্ত কণার পরস্পর বিপরীতমুখী স্পিনের ফলে সৃষ্টি হয় দূরকর্ষ। কিন্তু এর জন্য এক মাইল যেতে যে খরচ পড়বে, তা দিয়ে কয়েক শ গাড়ি একটা চার লেনের রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে।



প্রদর্শন করে তার বিপরীত মেরুর ধর্ম। এখন, দুটি চুম্বকের সমন্বয়ে যদি কাছাকাছি আসে, তবে সেটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তার মানে, একই মেরুর দুটো ইলেকট্রনকে যদি কাছাকাছি আনা যায়, তাহলে সেগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। এটাই মাইসন ইফেক্ট। শূন্যে ভাসা রেলগাড়ির মূল ভিত্তিও এটাই।

কোনো রেলগাড়ির বগির নিচে কয়েকটা সুপার কন্ডাক্টরের পাত আর রেললাইনে তড়িৎচুম্বক বল যুক্ত করে বিদ্যুৎ হয়। তখন রেললাইনে বিদ্যুৎ বাড়িয়ে কমিয়ে রেলগাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু এই প্রযুক্তির কী দরকার? এর সুবিধাগুলো কী কী? আসলে রেলের ঢাকা আর লাইনের পাতের মধ্যকার ঘর্ষণ এড়ানোর জন্য এই প্রযুক্তির আবির্ভাব। রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন যাবার পর স্পর্শ করলে দেখা যায় কেমন গরম হয়। এর ফলে নষ্ট হয় প্রচুর জ্বালানি। সুপার কন্ডাক্টর এসে গেলে এই জ্বালানি আর নষ্ট হবে না। কেবল লাগবে বিদ্যুৎ, যা আসবে রেললাইনের পাশে স্থাপিত সোলার প্যানেল থেকে। এভাবে প্রায় বিনা খরচে প্রাকৃতিক নবায়নযোগ্য সম্পদের সাহায্যে হাজার হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করা যাবে। নিউটনের প্রথম সূত্রটি বলে, কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ না করলে সেটা সবসময় গতিশীল থাকবে। একই কথা প্রযোজ্য স্থির বস্তুর জন্যও। শূন্যে ভাসা ট্রেনের ক্ষেত্রে

বাতাসের বাধা ছাড়া আর কোনো বাধা নেই। অ্যারো ডাইনামিক ডিজাইন করে একেও শূন্যের কাছে নামিয়ে আনা যায়। ট্রেন চালু করতে শুরুতে একবার শক্তি দিলে সেটা দিয়েই অনেকক্ষণ চলা যাবে। আর হচ্ছে যদি থাকে গতি দানব হওয়ার, তাতেও বাধা নেই। তবে আরও কিছুটা শক্তি দিতে হবে সে জন্য। এখন যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে ময়মনসিংহ থেকে একটি ট্রেন ঢাকা যায়, সে পরিমাণ শক্তি দিয়েই হয়তো ভারতের নয়। দিল্লি চলে যাওয়া হবে। প্রপঞ্চ হচ্ছে, সাধারণ চুম্বক ব্যবহার করলে কি এটা হতো না? ও উত্তর হচ্ছে, না। কারণ, চুম্বকের মেরু সহজে পরিবর্তন করা যায় না। আর চলন্ত ট্রেনে তড়িৎচুম্বক বল যুক্ত করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাছাড়া, চলন্ত ট্রেনে এত বিদ্যুৎ আসবে কৈথ্য থেকে? আর চুম্বক তৈরি মোটামুটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া। সে তুলনায় সুপার কন্ডাক্টর বেশ কার্যকর। তবু চুম্বক ব্যবহার করে উন্নত তড়িৎগুলো শূন্যে ভাসা ট্রেন বানিয়েছে। কিন্তু এর জন্য এক মাইল যেতে যে খরচ পড়বে, তা দিয়ে কয়েক শ গাড়ি একটা চার লেনের রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে।



গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কক্ষ তাপমাত্রার সুপার কন্ডাক্টরই যে নেই! এখন পর্যন্ত পাওয়া সুপার কন্ডাক্টরটি মাইনাস ১৩৮ কেলভিন বা মাইনাস ১৩৫ কেলভিন ডিগ্রি সেলসিয়াসে তার চুম্বক দর্পন (ম্যাগনেটিক মিরর) ধর্ম প্রদর্শন করে। সেটি হচ্ছে **মার্কসফিল্ড-বের্লিন-কল্লিনসফার অল্টাইড**। তবে এটা এত কম নয়! তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে এই তাপমাত্রা সহজেই পাওয়া যায়, যার দাম প্রায় দুইগুণ সস্তা। এটি ৭৭ কেলভিন তাপমাত্রায় তরল। কিন্তু এত ঠান্ডা আর বিপদজনক পদার্থ নিয়ে কেউ ট্রেনে উঠতে চাইবে না। তাই এমন সুপার কন্ডাক্টরের খোঁজ চলছে, যেটা কক্ষতাপমাত্রায় তার চুম্বক দর্পন ধর্ম প্রকাশ করবে। হতাশার কথা হলো, এ ধরনের পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করার মতো জ্ঞান আমাদের নেই। তাই খোঁজ পড়ছে ‘ট্রায়াল অ্যান্ড এরর’ পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতিতে হয়তো আজই পাওয়া যেতে পারে অমূল্য বস্তু অথবা হাজার বছর পরেও নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ ঘটে যাবে আরেকটি শিল্প বিপ্লব। এর থেকে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে, উপযুক্ত জ্ঞান আসবে। নিউটনের প্রথম সূত্রটি বলে, কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ না করলে সেটা সবসময় গতিশীল থাকবে। একই কথা প্রযোজ্য স্থির বস্তুর জন্যও। শূন্যে ভাসা ট্রেনের ক্ষেত্রে

সুদীপকে বহিষ্কার করে দেখান: ব্রাত্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর।। নিজের দলের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার আগরতলার বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বকে ‘শিশুসুলভ’ বলে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করলেন তিনি। তাঁর ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিপ্লব তথা বিজেপি-র বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল। বিজেপি বিধায়কের এই মন্তব্যকে তুলে ধরে আক্রমণ শানাচ্ছে তৃণমূল ও সুদীপের মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, “আজ ত্রিপুরার অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা সুদীপ যা বলেছেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, ত্রিপুরায় একটি গুন্ডার দল বিজেপি। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন এই সরকার চলছে শিশুমূলক নেতৃত্বে। মাথায় বসে আছে এখানে উন্নয়ন নেই। সন্ত্রাস চলছে। সুদীপবাবু বলছেন কেন্দ্রীয়

নেতৃত্বকে জানিয়েছি। কী ঘটছে রাজ্যে ওঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানেন না এটা হতে পারে? আসলে বাংলায় গোহারা হারার পর ত্রিপুরায় হারের ভূত দেখছেন সুদীপ রায়বর্মণ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের মদত দিয়ে মুখরাক্ষ্য করার চেষ্টা করছে ওরা।” পাশাপাশি, যে দলেরই ভোটার হন না কেন ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য তাঁদের তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কুণাল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও সুদীপের মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, “আজ ত্রিপুরার অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা সুদীপ যা বলেছেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, ত্রিপুরায় একটি গুন্ডার দল বিজেপি। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন এই সরকার চলছে শিশুমূলক নেতৃত্বে। মাথায় বসে আছে খোকা বিপ্লব, খুকু প্রতিমা। মানে খোকা-খুকির দল আসলে



প্রধানত ডানপিটে, হার্মাদ এবং বজ্রাত। যেটা আমরা এত দিন বলছিলাম, এখন সুদীপ বলছেন।” পাশাপাশি তিনি বলেন, “তাই রাজ্য বিজেপি-র কাছে অনুরোধ, বিরোধী দলের উপর গুলি না চালিয়ে, পাথর না ছুড়ে, সাধারণ মানুষের উপর হামলা না করে সুদীপকে বহিষ্কার করে

দেখান। তবে বুঝব মুরোদ আছে।” একটা সময়ে ত্রিপুরায় তৃণমূলের মুখ ছিলেন সুদীপ। পরে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। যখন বিপ্লব দেবের সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি দেলের উপর গুলি না চালিয়ে, পাথর বিরুদ্ধে মুখ খুলে অবশিষ্ট বাড়ালেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ।

তনুশ্রী, শ্রাবস্তীর পর বিজেপি ছাড়ছেন বনি!

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর।। তনুশ্রী চক্রবর্তী থেকে শুরু করে শ্রাবস্তী চট্টোপাধ্যায়, একে একে বিজেপি ছাড়ছেন তারকারা। তনুশ্রী চক্রবর্তী, শ্রাবস্তীর পরেই কি হাঁটছেন বনি সেনগুপ্ত। জল্পনা তুঙ্গে। নির্বাচনের পর থেকেই সেভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যায়নি অভিনেতা বনি সেনগুপ্তকে। তাহলে কি এবার রাজনীতি থেকে বিরতি যশেন্দ্র পাশে নাকি যোগ দেবেন অন্য কোন দলে? বনির বান্ধবী কৌশানী মুখোপাধ্যায় ও মা পিয়া সেনগুপ্ত যোগদান করছেন তৃণমূলে। এমনকি বিধামসভা নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন কৌশানী। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত হন অভিনেতা। বনিদিল্লি ভোটে প্রার্থী হননি বনি। তবে ভোটের প্রচারে যশেন্দ্র পাশে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে আপাতত ছবির শুটিং নিয়েই ব্যস্ত তিনি। শোনা যায় মৈথিকভাবে নাকি তিনি বিজেপি নেতাদের দল ছাড়ার কথা জানিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত জল্পনাকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন বনি। বনির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, “না, আমি কাউকে কিছু জানাইনি। আপাতত রাজনীতি থেকে দূরে অভিনয়েই মন দিতে চাই।” বিজেপি ছাড়ার কথা অস্বীকার না করলেও বিজেপি থাকার কথাও মনে নেননি তিনি। সব বিলিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে বনির কথায়। মঙ্গলবার বোলপুরে ছবির শুটিং করছেন অভিনেতা। রাজা চন্দর আগামী ছবি ‘আজপালি’তে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। বোলপুরের শুট শেষ করে ২৫ নভেম্বর কলকাতায় ফিরবেন তিনি, পরের দিন পাড়ি দবেন ঢাকায়। ঢাকাতেই শুট করছেন কৌশানী। নতুন বছরে বাবা অনুপ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন বনি ও কৌশানী।

উপরাস্ত্রপতির বাসভবন কোথায় হবে তা কি জনতা ঠিক করবে?’

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। “দেশের উপরাস্ত্রপতির বাসভবন কোথায় হবে, তা কি জনতা ঠিক করে দেবে? এবার কি বাসভবন নিয়ে জনে-জনে মতামত জানতে চাইবে আদালত?” সেন্ট্রাল ভিন্ডা প্রজেক্ট বিরোধী মামলাকারীকে এভাবেই তোপ দাগলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এএম খানউইলকার। মঙ্গলবার সেন্ট্রাল ভিন্ডা প্রজেক্ট বিরোধী আবেদনও খারিজ করে দেন বিচারপতি। দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে নতুন সংসদ ভবন ‘সেন্ট্রাল ভিন্ডা’। তৈরি হবে দেশের উপরাস্ত্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনও। আর এই নয়টি নির্মাণকার্যের জন্য দিল্লির পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেই। অভিযোগকারীদের দাবি, জমির চরিত্র বদলে দেওয়ায় নষ্ট হবে সবুজও। তাই নির্মাণকাজ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। শীর্ষ নির্মাণকার্যের মধ্যে একটি আমজনতাবা বিনোদনের জন্য ব্যবহার হবে। সেখানে সাধারণ মানুষ প্রাতঃস্নান সারতেন, ঘুরতে আসতেন। তাকেই ‘রেসিডেন্সিয়াল’ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দিল এদিন।

কিছুইই সমালোচনা করা যেতেই পারে। কিন্তু সেই সমালোচনা অবশ্যই গঠনমূলক হওয়া দরকার।” শুনানি চলাকালীন আদালতে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটার জেনারেল তু ফার মেহতা জানিয়েছেন, “এই নির্মাণের (সেন্ট্রাল ভিন্ডা) চারপাশে সবুজের সমারোহ থাকবে। গাছপালা বাড়ানো হচ্ছে।” এর পরই মামলাকারীদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, “এটা কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হচ্ছে না। উপরাস্ত্রপতির বাসভবন তৈরি হচ্ছে। সেখানে সবুজ (গাছপালা) থাকবেই। নির্মাণকার্যের নীলনক্সা ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। এবার কি তবে জনে-জনে মতামত নেব আমরা?” প্রস্তুত, কর্তৃকর্মী রাজীব সুরি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, সেন্ট্রাল ভিন্ডা নির্মাণের জেরে কিছু জমির চরিত্র বদল করা হচ্ছে। যে জমি আমজনতাবা বিনোদনের জন্য ব্যবহার হবে। সেখানে সাধারণ মানুষ প্রাতঃস্নান সারতেন, ঘুরতে আসতেন। তাকেই ‘রেসিডেন্সিয়াল’ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দিল এদিন।

কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মুম্বাই, ২৩ নভেম্বর।। ফের বিতর্কে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। শিখ সম্প্রদায়ের কয়েকজন সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে শিখ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছেন কঙ্গনা। অমরজিৎ সান্দু নামে এক ব্যক্তি কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। দিল্লি শিখ গুরুদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং শিরোমণি অকালি দলের নেতারাও সমর্থন করেছেন তাঁকে। ২১ নভেম্বর কঙ্গনার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি পোস্ট দেখেই তাঁরা এই মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই পোস্টে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদকে ‘খলিস্তানি আন্দোলন’-এর আখ্যা দেন কঙ্গনা। প্রতিবাদী কৃষকদের ‘খলিস্তানি সন্ত্রাসবাদী’ বলেন তিনি। শুরু

● এরপর দুইয়ের পাভায়

প্রকাশ হোক ‘কৃষি রিপোর্ট’, প্রধান বিচারপতির কাছে আজি কমিটির

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর।। কেন্দ্রের কৃষি আইন সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের গভা কমিটি এবার তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার আর্জি জানালো সুপ্রিম কোর্টের কাছে। সোমবার শীর্ষ আদালতের নিয়োগ করা ওই কমিটি একটি আলোচনায় বসেছিল। মঙ্গলবার ওই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকও করেছে ওই কমিটির সদস্যরা। গত মার্চ মাসে কী রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল, তা শীর্ষ আদালতকে প্রকাশ করার আর্জি জানিয়েছে ওই কমিটি। মহারাষ্ট্রের জেনারেল বিচারপতির নেতা অনিল ঘানওয়াত প্যানেল বা কমিটির আর এক সদস্য অশোক গুলাটির সঙ্গে এই বিষয়ে জরগরি বৈঠকও করেছেন। কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর গত জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রের তিন কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই

সময়েই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন অনিল ঘানওয়াত, অশোক গুলাটি ও পিকে যোশী। গত মার্চ মাসে ওই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। তবে সেই রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টও সেই রিপোর্টের কথা জানায়নি। গত সেপ্টেম্বরেই অনিল ঘানওয়াত প্রধান বিচারপতি চিঠি লিখেছিলেন। রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা জানিয়েছিলেন ওই চিঠিতে। ওই রিপোর্ট যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করতে পারে সে কথা জানিয়েছিলেন। এরই মধ্যে কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবি

করেছেন, এর ফলে ভারতের অর্থনীতি থাকা খাবে। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলার পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। মোদি বলেছেন, “আমি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি। হয়ত আমাদের আদালতেই খামতি ছিল।” সংসদ অধিবেশনে এই কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এখন কথা, কৃষি আইন প্রত্যাহার হয়ে যাওয়ায় ওই রিপোর্টের আর কোনও মূল্য নেই। তবে সুপ্রের খবরও, ওই রিপোর্ট একাধিক সুপারিশ করা হয়েছিল কৃষক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। আর তাই সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে আর্জি জানালো ও সদস্যের কমিটি। চিঠিও দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতিতে।

১৮ দেশে পালিত হবে ‘মৈত্রী দিবস’

১৬ ডিসেম্বর ঢাকা যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, ২৬ জানুয়ারি দিল্লি যাবেন শেখ হাসিনা

মাদ্রাস বিল্লাহ, ঢাকা, ২৩ নভেম্বর।। দ্বিপাক্ষিক সু-সম্পর্ককে বিশ্বব্যাপী জানান দিতে যৌথভাবে ‘মৈত্রী’ বা ‘বন্ধুত্ব’ দিবস পালন করছে ভারত ও বাংলাদেশ। পাশাপাশি বিশ্বের আরও ১৮টি দেশের রাজধানী শহরে পালিত হবে এ দিবস। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে শুরু দু’দেশের অটুট সম্পর্ককে বিশ্ববাসীর কাছে জানান দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে ঢাকা ও দিল্লি। এই দিবস সহ বাংলাদেশের বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকায় যাচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক সুপ্রের খবর, ভারতের রাষ্ট্রপতির বাংলাভ্রমণ সফর নিশ্চিত। তিনি আগামী ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আসবেন। এদিকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হতে পারেন শেখ হাসিনা। সর্বকৃষ্ণ ঠিকমতো এগাঙ্গেল আগামী বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতের ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রস্তাবটি নিয়ে দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক কথা হয়েছে। যদিও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে দিল্লি এলে এই অনুষ্ঠানে প্রথমবারের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব করবে। এর আগে বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হননি। ঢাকা ও নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সূত্র বলছে, মৈত্রী দিবসের বর্ণাঢ্য আয়োজন ভারতের প্রাচীনতম থিংক ট্যাংক ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ন্যাশনালিজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে, যাতে বদবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে শেখ রেহানা’কে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তার সশরীরে অংশগ্রহণ এবং বক্তৃতা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিডিও বার্তা পাঠানো হবে বলে নিশ্চিত করেছে ঢাকা। এ আয়োজন ছাড়াও নয়াদিল্লি’র বাংলাদেশ হাইকমিশন পৃথক সেলিব্রেশনের আয়োজন করছে। আর ঢাকায় বন্ধু দিবসের

বর্ণাঢ্য উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় হাইকমিশন। ঢাকার বিদেশ মন্ত্রক সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বের যে ১৮টি দেশের রাজধানীতে যৌথ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছে তার মধ্যে ১০টিতে লিড বা মূল আয়োজক হচ্ছে বাংলাদেশ। আর বাকি ৮টিতে সমুদয় আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছে ভারত। বাংলাদেশে যে ১০ দেশে অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল দায়িত্ব রয়েছে তা হলো-যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং থাইল্যান্ড। আর অনুষ্ঠান আয়োজনে ভারত লিড থাকছে ব্রিটেন, রাশিয়া, কানাডা, বেলজিয়াম, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, মিশর এবং সিঙ্গাপুরে। ঢাকার বিদেশ মন্ত্রক বলছে, হোস্ট কান্ট্রি আপডেট করা করনো বিধিনিষেধ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে এমন ১০ দেশে ঢাকা থেকে কালচারাল ডেলিগেশন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৭টি দেশেই ডেলিগেশন পাঠানো যাচ্ছে না করনোর বিধিনিষেধের কারণে। যার অন্যতম হচ্ছে থাইল্যান্ড। দেশটির সরকারের তরফে যৌথ আয়োজনে ৫০ জনের বেশি অতিথি জড়ো না করার অনুরোধ করা হয়েছে। বাকি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-ওই ৬ দেশে অনুষ্ঠান

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে শুরু দু’দেশের অটুট সম্পর্ককে বিশ্ববাসীর কাছে জানান দেওয়ার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে ঢাকা ও দিল্লি।

● এরপর দুইয়ের পাভায়

লাইফ স্টাইল

গুড় দিয়েই উজ্জ্বল হবে ত্বক, ঘন হবে চুল

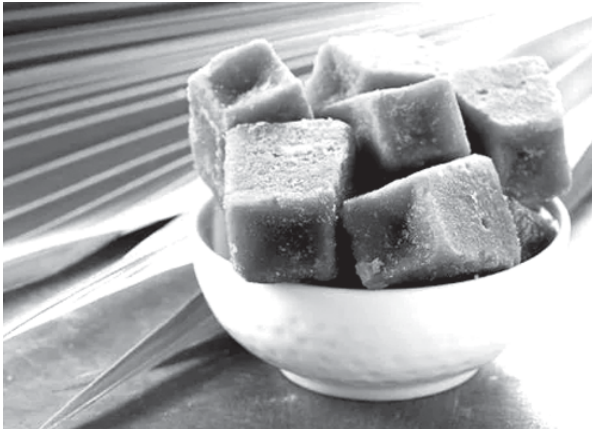
তৈরি করুন ফেসপ্যাক, হেয়ার মাস্ক

শরীরের জন্য গুড় বিশেষ উপকারী। তবে শুধু শরীরই নয় বরং ত্বকের জন্যও উপকারী গুড়। চিনির স্থানে গুড় ব্যবহার করলে সর্দি-কাশি দূর হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে গুড় অত্যন্ত উপকারী। এর পাশাপাশি ত্বক উজ্জ্বল করে নানা সমস্যা দূর করে এই মিষ্টি খাদ্যবস্তুটি। গুড় দাগ-ছোপ মেটাতে পারে। আবার চুলের জন্যও উপকারী এটি। আকনে ও পিম্পলে উপকারী ও নিয়মিত গুড় খেলে

মুখের কালো ছোপ ও পিম্পলস ইত্যাদি দূর হয়। মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গুড়কে রামবাণ মনে করা হয়। গুড়ের ফেসপ্যাক ত্বকের রঙ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি অ্যাকনে, বলিরেখা এবং বার্কোর চিহ্ন দূর করে। এমনকী নানা ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। এর জন্য ১ চামচ গুড়, ১ চামচ টমেটোর রস, অর্ধেক লেবুর রস, সামান্য হলুদ ও সামান্য গ্রিন টি মেশান। এটি ১৫ মিনিট মুখে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে নিন।

মুখের বলিরেখা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিরেখা দেখা দেওয়া শুরু করে। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সম গুড় খেলে বলিরেখা দূর করা যেতে পারে। পাশাপাশি এর ফলে বয়সও কম দেখায়। মুক্ত র‍্যাডিক্যালগুলির সঙ্গে গুড় মোকাবিলা করতে পারে। চুলের পক্ষে উপকারী চুল ঘন ও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে গুড়। গুড়ের সঙ্গে মুলতানি মাটি, দই ও জল মিশিয়ে হেয়ার মাস্ক বানিয়ে নিন। চুল ধোয়ার

এক ঘণ্টা আগে এটি লাগানো উচিত। তার পর ধুয়ে নিন। এর ফলে চুল ঘন ও উজ্জ্বল হবে। রক্ত পরিষ্কার হয় রক্ত পরিষ্কার না-হলে ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। গুড় রক্ত পরিষ্কার করে এবং আনিমিয়া থেকে রক্ষা করে। রক্ত পরিষ্কার হলে শরীরে পিম্পলস আসে না। তাই প্রতিদিন গুড় খাওয়া উচিত। তবে স্থূলতা ও মধুমেহ’র শিকার ব্যক্তির গুড় খাওয়ার আগে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেন।



ত্বকের জন্য জরুরি গুড়ের নানা খনিজ ও ভিটামিন থাকে। যার ফলে এটি এক ধরনের প্রাকৃতিক ক্রিনজার হিসেবে কাজ করে। গুড় খেলে

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। পেট পরিষ্কার হলে ত্বকও উজ্জ্বল হবে। দীর্ঘদূর জল বা চায়ে চিনির পরিবর্তে গুড় মিশিয়ে পান করতে পারেন।

২৭০ রানে জয় ‘বাঘিনীদের’

প্রথম বাংলাদেশি মহিলা হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি শারমিনের

হারারে, ২৩ নভেম্বর।। বাংলাদেশের পুরুষ ক্রিকেট দল খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও মহিলা ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স সমর্থকদের মুখে নিঃসন্দেহে হাসি ফোটিবে। শেষ এক সপ্তাহে বাংলার “বাঘিনী”-রা একের পর এক নয়া নজির গড়েছেন। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল শারমিন আক্তারের নাম। প্রথম বাংলাদেশি মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে শতরান করার নজির গড়লেন শারমিন আখতার।

জিম্বাবোয়েতে চলছে আইসিসি আয়োজিত মহিলাদের ৫০ ওভারের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ



বাছাইপর্ব। সেখানে বেশ ভালো ফর্মে আছে বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দল। পাকিস্তানকে প্রথম

ম্যাচে নজির গড়ে হারিয়েছে তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচেও তারা বড় রান করেছে। এই বিশাল

স্কোর গড়ার পিছনে সবথেকে বড় অবদান রয়েছে ওপেনার শারমিন আখতারের। এই ম্যাচেই তিনি প্রথম বাংলাদেশি মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে শতরান করার নজির গড়েছেন। এদিন নির্ধারিত ৫০ ওভারে বাংলাদেশ পাঁচ উইকেটে ৩২২ রান করেছে। যা বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে মেয়েদের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ। এই প্রথমবার শারমিন এদিন ১৪১ বলে ১৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। ২৫ বছরের জনহাতি ব্যাটার ১১টি বাউন্ডারি মারতে সক্ষম হয়েছেন। সেইসঙ্গে ২৭০ রানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ।

কবে শুরু হবে পরের আইপিএল, জানা গেল সম্ভাব্য দিনক্ষণ

চেন্নাই, ২৩ নভেম্বর।। বিসিসিআই

সচিব জয় শাহ ক’দিন আইগেই নিশ্চিত করেন যে, পরের বছর আইপিএল অনুষ্ঠিত হবে ভারতের মাটিতে। এবার আইপিএল ২০২২ শুরুর সম্ভাব্য দিনক্ষণেরও ইঙ্গিত মিলল। পরের বছর আইপিএল শুরু হতে পারে ২ এপ্রিল। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠ চিপকে। এখনও সূচি চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি-সহ টুর্নামেন্টের অংশীদারদের বিসিসিআই প্রাথমিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে ২ এপ্রিল চেন্নাইয়ে আইপিএল শুরুর সন্ধানের কথা। এমনটাই খবর ক্রিকবাজারে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৫ তম আসরে অংশ নেবে ১০টি দল। ম্যাচ সংখ্যা দাঁড়াবে ৭৪। টুর্নামেন্টের দৈর্ঘ্য ছাড়াবে ২ মাস। সুতরাং, ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে জুনের প্রথম সপ্তাহান্তে। অর্থাৎ জুনের ৪ অথবা ৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হতে পারে আইপিএল ২০২২-র খেতাবি লড়াই। উল্লেখ্য, গত শনিবার দ্য চ্যাম্পিয়ন্স কল নামে চেন্নাইয়ে

●এরপর দুইয়ের পাভায়



পানাজি, ২৩ নভেম্বর।। ভ্লাদিমির কোমানের একমাত্র পেনাল্টি গোল পার্থক্য গড়ে দিল চেন্নাইয়ের এফসি বনাম হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে। কোমানের গোলে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ম্যাচে পুরো পয়েন্ট তুলে নিল চেন্নাইয়িন। ৩৬ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপা দলের হয়ে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টিটি জিতে নেন। স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি কোমান। ব্যাশ্বেলিমের অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামের ম্যাচে এক কঠিন

পশ্চিম জেলাভিত্তিক খো খো অনুষ্ঠিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ১ পশ্চিম জেলাভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৭ বালক ও বালিকাদের খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। এদিন পুরাতন আগরতলা কোটিং সেন্টারে এই উপলক্ষে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি অস্তরা দেব সরকার, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিষ্ণুজি শীল, পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দফতরের উপ-অধিকর্তা শিমল দাস, অণু রায় সহ অন্যান্যরা। বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জিরানিয়া, রানার্স সদর। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সদর, রানার্স জিরানিয়া। এদিন প্রতিযোগিতার পর পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়। বালক দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—অমিত দাস, পিন্টু সরকার, আকাশ দেবনাথ, কৈলাস দেববর্মী, অনুরাগ বিন, প্রকাশ ভৌমিক, দেবশিশু সাহা, রোহিত দাস, রাহুল দাস, হৃদয় দেবনাথ। স্ট্যান্ডবাই সাগর দেবনাথ, বিশাল দেব। নির্বাচিত দল রাজ্যভিত্তিক আসরে পশ্চিম জেলার হয়ে অংশগ্রহণ করবে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বরঃ পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার মণিপুরের উদ্দেশ্যে মাত্র ৭ থেকে ৮ জন। এরপর ১-২ জন করে ফুটবলার বৃদ্ধি গিয়েছেন কোচ ডিকে প্রধান এবং কৌশিক রায়। কৌশিক রায় জানিয়েছেন, গ্রুপে মণিপুর এবং মিজোরাম অত্যন্ত শক্তিশালী দল। পাশাপাশি নাগাল্যান্ডও খারাপ নয়। তারপরও রাজ্য দল ভালো খেলার আশ্রণ চেষ্টা করবে। তিনি আশা করছেন, দল ততটা খারাপ ফল করবে না। যদিও এটাও স্বীকার করছেন যে, পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ না

পাওয়ায় দলের পক্ষে বোঝাপড়া গড়ে তোলা সমস্যা হবে। দলের ২২ জন ফুটবলারের মধ্যে প্রথম কয়েক দিন শিবিরে উপস্থিত ছিল মাত্র ৭ থেকে ৮ জন। এরপর ১-২ জন করে ফুটবলার বৃদ্ধি পেয়েছে শিবিরে। আর পুলিশের ৫ ফুটবলারকে এক দিনের জন্যও অনুশীলনে পাওয়া যায়নি। পুলিশ কর্তৃ পক্ষের কিছুটা টালবাহানার কারণে পুলিশ ফুটবলাররা অনুমতি পেয়েও শেষ সময়ে শিবিরে যোগ দেয়। তাই দলের ম্যানেজার কৌশিক রায়ের আশঙ্কা একটাই, দলের বোঝাপড়া নিয়ে হয়তো সমস্যা দেখা দেবে। তারপরও ভালো

ফলাফলের জন্য গোটা দল আশ্রণ চেষ্টা করবে বলে জানা গেছে। রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দেবে বদশ দেববর্মী। সহ-অধিনায়ক রাজা দেববর্মী। আগামী ২৮ নভেম্বর প্রথম ম্যাচে মিজোরামের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা। দ্বিতীয় ম্যাচে রাজ্য দল খেলবে মণিপুরের বিরুদ্ধে। ম্যাচটি হবে ৩০ নভেম্বর। ২ ডিসেম্বর গ্রুপের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে রাজ্য দল খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। প্রতি গ্রুপ থেকে ২টি দল সেমিফাইনালে উঠবে। ইম্ফলে শ্বমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে এই পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফির ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

রওয়ানা হলো সিনিয়র ফুটবল দল

ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে হেলদোল নেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ৪ গত বছর করোনায় পরিস্থিতির কারণে সমস্ত ধরনের ঘরোয়া ক্রিকেটই বন্ধ ছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনুকূল। বিসিসিআই-ও বিভিন্ন আসর পরিচালনা করছে। কিন্তু টিসিএ কেবল মাত্র কয়েকটি বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা করেই দায়িত্ব থালাস করতে চাইছে বলে অভিযোগ। সদর কিংবা মহকুমাস্তরে সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে তাদের কোন হেলদোল নেই। সেপ্টেম্বরে দলবন্দল হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওই সময় খুব সহজে দলবন্দল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করা যেতো। অভিযোগ, টিসিএ-র তরফে এই অসীহা ক্রিকেট ক্লাবগুলিকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করে আসছে এসব ক্লাবগুলি। বিভিন্ন মহকুমার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের আগরতলা লিগে খেলানোর সুযোগ করে দিতো এই ক্লাবগুলি। সদরের এই ক্লাব ক্রিকেট শুধুমাত্র সদরের ছিল না। গোটা রাজ্যের ক্রিকেটারাই সদর ক্লাব ক্রিকেটের দিকে তাকিয়ে

থাকতো। এই অবস্থায় গত বছরের পর এবারও ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে অনিশ্চয়তায় আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে ক্রিকেট মহল। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সময় প্রকৃত প্রতিভাবান ক্রিকেটারের অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফল জাতীয় আসরগুলিতে ভালো মতোই টের পাচ্ছে ত্রিপুরা। গত ২০ নভেম্বর টিসিএ-র তরফে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, গত বছরের অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের ফাইনাল অনুষ্ঠিত করা। পাশাপাশি অনূর্ধ্ব ১৪ এবং আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট নিয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। কিন্তু সিনিয়র ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে কোন সিদ্ধান্তই হয়নি। কয়েক মাস আগে ক্লাবগুলির তরফে ক্লাব ক্রিকেট চালুর দাবি জানানো হয়েছিল। যদিও তাতেও টিসিএ-র টনক নড়েনি। বরং তাদের তরফে বলা হয়েছে, হাতে-গোনা কয়েকটি ক্লাব নাকি আসির মধ্যে বৈঠক করেছে। বাকি ক্লাবগুলি সব সময়ই টিসিএ-র বর্তমান কমিটির পক্ষে রয়েছে। কে পক্ষে কিংবা কে বিপক্ষে সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হলো ক্লাবগুলিকে ক্রিকেটের মূলশ্রোতে

ফিরিয়ে আনা। টিসিএ হলো রাজ্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। কোন রাজনীতির আখড়া নয়। ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদেরই সর্বদা প্রাধান্য পাওয়ার কথা। ক্রিকেটের প্রেমীদের আবেদন, টিসিএ তাদের রাজনীতির খোলস ছেড়ে এবার প্রকৃত ক্রিকেট উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করুক। করোনায় এবং টিসিএ-র অভ্যুত্থার রাজনীতির ফলে গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্য ক্রিকেটের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অবিলম্বে পরিস্থিতি সামলাতে না পারলে অবস্থা আরও জটিল হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম টিসিএ-কেই সর্বদা কাঠগড়ায় তুলবে। নভেম্বর মাস পেরিয়ে আসছে অর্থ ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই। শুধু তাই নয়, মহকুমাগুলিতেও নির্দেশ রয়েছে যে, টিসিএ-র অনুমতি ছাড়া কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা যাবে না। ফলে মহকুমাগুলিও হাত গুটিয়ে বসে আসছে। সিনিয়র ক্রিকেটও যে কমিটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত ব্যাপারে উৎসাহী নয় সেই কমিটি রাজ্য ক্রিকেটকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে? এই প্রশ্নটাই এখন জোরালো হয়ে উঠছে।

নিয়ে একবারও বৈঠক করার প্রয়োজন মনে করেন টিসিএ। এক অজীবন সদস্য বয়েছেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, টিসিএ আসৌ ক্লাব ক্রিকেটের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। এটা অনেক ভালো হবে যদি তারা ক্লাবগুলির সাথে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসে। ক্লাব ক্রিকেট করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ নেই কেন? এই বিষয়টা অন্তত প্রকাশ্যে আসুক। ক্লাবগুলি যেখানে সর্বদাই নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্করে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে গোটা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার অসুখ্য ক্রিকেটার ক্লাব নিয়ে যাবে? এই প্রশ্নটাই এখন জোরালো হয়ে উঠছে।

ফিরে এলো মহিলা দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ৪ করালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েও মাঝ পথেই ফিরে আসতে হলো রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ফুটবল দলকে। কেবরালয় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবল। সেই লক্ষ্যে গত ২০ নভেম্বর আগরতলা থেকে রওয়ানা হয় দলের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি পৌছানোর পরই বিপত্তি দেখা দেয়। অল্প প্রদেশে প্রবল বন্যার কারণে দক্ষিণ ভারতগামী সমস্ত রেল বাতিল করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। রেললাইনও নাকি জলের তলায় ডুবে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাঞ্জীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সমস্ত রেল বাতিল করা হয়। এরপরই ত্রিপুরার ফুটবল দলের সমস্যা দেখা দেয়। সেদিন রাতেই বিকল্প ট্রেনে গুয়াহাটি রওয়ানা হয় তারা। সোমবার সকালে গুয়াহাটি পৌছায়। সেদিন রাতে সড়ক পথে রওয়ানা হয় আগরতলার উদ্দেশ্যে। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ তারা আগরতলায় পৌছেছে। আগরতলায় পৌছানোর পর সব ফুটবলারদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফিফা-র বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে সালাহ

বার্ন, ২৩ নভেম্বর।। মেসি, নেইমার, রোনাল্ডো, সালাহ না অন্য কেউ হবেন এই মরসুমের ফিফার বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার? উত্তর জানতে আর মাত্র কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত প্রতি বছরের মতো এই বছরেও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কারের জন্য ফুটবলারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। সদ্য কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতে লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনার দীর্ঘ ২৮ বছরের

আন্তর্জাতিক শিরোপা জয়ের খরা কাটানো লিওনেল মেসির প্রত্যাশামতো জায়গা হয়েছে এই মনোনয়নের তালিকায়। তাঁর সঙ্গে এই তালিকায় রয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়াড তথা ক্লাব ফুটবলে মেসির সতীর্থ নেইমার জুনিয়র। জায়গা হয়েছে সদ্য ম্যাক্সফোর্সে পা রাখা পেরুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এই তিন মহারথীর সঙ্গে মনোনয়ন তালিকাতে জায়গা হয়েছে মিশরীয় তারকা ফুটবলার লিভার পুলা ক্লাবের হয়ে খেলা

মহম্মদ সালাহর। উল্লেখ্য, সোমবার ২০২১ সালের ‘দ্য বেস্ট ফিফা মেনস প্লেয়ার’ নির্বাচন করার জন্য প্রাথমিকভাবে তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ১১ জন ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা। বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে সেখানে মেসি-রোনাল্ডো-নেইমার-সালাহ সহ মোট ১১ জন ফুটবলারের নাম রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন ইতালির হয়ে ইউরো ও চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী জর্জিনহো, বায়ার্নের রবার্ট

লেওয়ানডোভিচ, পিএসজি তথা ফ্রাঙ্কের ফরোয়াড কিলিয়ান এমবাপে ও রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফুটবলার করিম বেনেজ্জারা। একনজরে দেখে নিন ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে থাকা ১১ জনের তালিকা:- ১) লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা ও পিএসজি) ২) ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (পর্তুগাল ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড) ৩) নেইমার (ব্রাজিল ও পিএসজি) ৪) জর্জিনহো ●এরপর দুইয়ের পাভায়

ত্রিপুরাকে উড়িয়ে দিলো চণ্ডীগড়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ১ প্রথম ম্যাচেই চণ্ডীগড়ের কাছে খড়কটোর মতো উড়ে গেলো ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ২৫ দল। আসর শুরুর আগে যে আশঙ্কা করেছিল সবাই সেটাই সত্যি হলো। শেষ সময়ে কোচ বদলের পরিণাম খুব সুখকর হবে না। এমনটাই আশঙ্কা ছিল। ক্রিকেটাররা জানতো কোন কোচের অধীনে খেলতে হবে। কিন্তু আগরতলা ছাড়ার দুই দিন আগে হঠাৎ তারা জানলো যে কোচের অধীনে তারা এতদিন অনুশীলন করেছে সেই কোচকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেকোন দলের ক্রিকেটারাই এসব খবরে একটা মানসিক চাপের মুখে পড়বে। সেই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দরকার উপযুক্ত ভোকাল টনিক। দুর্ভাগ্য, অনূর্ধ্ব ২৫-র বর্তমান দলে এই ধরনের কোন ব্যক্তিও নেই যে ক্রিকেটারদের ভোকাল টনিকের মাধ্যমে মানসিকভাবে চাপা করে তুলতে পারবে। ফলে সম্ভাবনাময় একটি দল প্রথম ম্যাচেই মুখখুবড়ে পড়লো। অনূর্ধ্ব ২৫-র বর্তমান দলটা খুব খারাপ নয়। বলা যায়, অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দল। কিন্তু দলের অভ্যুত্থার পরিবেশ যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রিকেটাররা আর কি করবে? জাতীয় ক্ষেত্রে চণ্ডীগড় এসে কোন বড় শক্তি নয়। অথচ সেই দলের কাছেই এককথায় বিধ্বস্ত হলো ত্রিপুরা। ব্যাসাল্লুরার আলোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব ২৫ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচে চণ্ডীগড়ের কাছে ১৩৪ রানে হারলো ত্রিপুরা। ব্যাটসম্যানরা মোটামুটিভাবে লড়াই করেছে। কিন্তু দলের বোলিং এদিন পুরোপুরি ফ্রুপ। অবশ্য পিচের চরিত্র বুঝতেও হয়তো ভুল করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই টসে জিতে ফিল্ডিং-র সিদ্ধান্ত নেয় ত্রিপুরা। এই সিদ্ধান্তই দলকে ডুবিয়ে দিলো। জানা গেছে, প্রথম দিকে পিচ বেশ স্বাভাবিক ছিল। ৫০ ওভারের পর তথেকই পিচ স্লো হয়ে যায়। পিচের চরিত্র বুঝতে ভুল করাতোই এরকম হাল হয়েছে। এখনিতেই ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা চাপ রয়েছে। তার উপর প্রতিপক্ষের ৩৫৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা। দুইয়ে মিলে বিধ্বস্ত হতে হলো ত্রিপুরাকে। প্রথমে বাট করতে নেমে চণ্ডীগড় ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৫৫ রান করে। ওপেনার জগমতি সিং এবং অর্শলন খান শুরুরতেই বড় রানের ভিত গড়ে দেয়। ত্রিপুরার পেস বোলাররা কোন দাগই কাটতে

পারলো না। অবশ্য পেস বোলার কেন স্পিনাররাও এদিন ব্যর্থ। জগমতি ৩৩ রানে ফিরে যাওয়ার পর অপর ওপেনার ছিল অর্শল ইনিংসের হাল ধরে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে এই ব্যাটসম্যান। চণ্ডীগড়ের উপঅর্ডারের প্রত্যেক ব্যাটসম্যান রান পেয়েছে। একটার পর একটা বড় জুটি হয়েছে। এখানেই পার্থক্য তৈরি হয়েছে। তরণপ্রীতি সিং (৬৪), রমন বিষ্ণেই (৪৮), অমৃত লাল (৪৬), যুবরাজ চৌধুরী (৩৯) সমস্ত স্বীকৃত ব্যাটসম্যান রান পাওয়া খুব সহজেই ত্রিপুরার পাহাড়ে পৌঁছে যায়। চণ্ডীগড়। জানার পরই শংকর রায় ২টি উইকেট নেয়। এছাড়া হেম্ব্রজিং দেবনাথ, বিক্রম দেবনাথ, শুভম ঘোষ ১টি করে উইকেট পেলেও

ব্যাটসম্যানদের উপর কোন চাপই তৈরি করতে পারেনি। বিশাল রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামে ত্রিপুরা। রনকার ছিল একটি জবরদস্ত ওপেনিং জুটি। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খেতে থাকে ত্রিপুরা। দুই ওপেনার বিক্রম দাস (২), তন্ময় দাস (৭) দ্রুত ফিরে যায়। ত্রিপুরার উপর আরও বড় চাপ তৈরি হয়। ওয়ানডাউনে নামে শ্রীধাম পাল। অর্কপ্রাণ সিনহা-কে (১৫) সাথে নিয়ে চাপ কাটানোর চেষ্টা করে। যদিও সফল হয়নি। শ্রীদাম ৩২ রান করে ফিরে যায়। তখনই নিশ্চিত হয়ে যায় ম্যাচের ফলাফল কি হতে যাচ্ছে। দলনায়ক শুভম ঘোষ, চন্দন রায়, বিক্রম দেবনাথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করেছে টিকই কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫৬। যা ৫০

ওভারের ম্যাচে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। ফলে শুভম-রা চেষ্টা করলেও কোন লাভ হয়নি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২১ রানে থেমে যায় ত্রিপুরা। বিক্রম দেবনাথ (৪৬), শুভম ঘোষ (৪৩), চন্দন রায় (৩৮) ত্রিপুরার হয়ে উল্লেখযোগ্য রান করে। ব্যাট হাতে সাফল্য পাওয়ার পর বল হাতেও সফল চণ্ডীগড়ের যুবরাজ চৌধুরী। ৪৮ রানে তুলে নেয় ৪টি উইকেট। আগামীকাল জাউট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে শুজরাটের বিরুদ্ধে। আরও একটি শক্তিশালী দলের মুখোমুখি হচ্ছে ত্রিপুরা। পরাজয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে নাকি জয়ের মুখ দেখবে শুভম-রা সেটাই দেখার।

পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রস্তুতিহীন অবস্থায় মণিপুর গেলো রাজ্য দল, টিএফএ-র ভূমিকায় প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ৪ জাতীয় সিনিয়র সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের পূর্বোত্তর জোনে ত্রিপুরার অভিযান শুরু হবে আগামী ২৮ নভেম্বর। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে আয়োজিত এই পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে ত্রিপুরাকে ‘বি’ গ্রুপে জায়গা দেওয়া হয়েছে। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক মণিপুর ছাড়া রয়েছে ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড। বলতে দিখা নেই ত্রিপুরা ভীষণ কঠিন গ্রুপে খেলবে। ২৮ নভেম্বর ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মিজোরাম যারা বর্তমান সময়ে দেশের অন্যতম শীর্ষ ফুটবল রাজ্য দল। সন্তোষ ট্রফিতে ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়ন মিজোরাম। এছাড়া আই লিগে খেলছে মিজোরামের দল। ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে স্বাগতিক মণিপুর। ভারতীয় ফুটবল এবং সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে একধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মণিপুর। ৩০ নভেম্বর ত্রিপুরা বনাম মণিপুর ম্যাচ। ২ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বনাম নাগাল্যান্ড। বর্তমান সময়ে নাগাল্যান্ড কিন্তু জাতীয় ফুটবলে বেশ ভালো জায়গায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অতীতে যে ত্রিপুরা মিজোরাম, নাগাল্যান্ডের হারিয়েছে আজ সেই মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের কাছে

ত্রিপুরার পরাজয় আগেই নাকি ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আজ ত্রিপুরা দল মণিপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। ঘটনা হচ্ছে, মণিপুর রওয়ানা হওয়ার আগে দল হিসাবে ত্রিপুরা এখানে কত দিন এক সাথে প্র্যাকটিস পেয়েছে? জানা গেছে, ২-১ দিনের প্র্যাকটিস নিয়েই নাকি ত্রিপুরা গেলো মণিপুর। তবে বড় বিষয় হচ্ছে, ত্রিপুরা দলে পুলিশের যারা দুই দিন আগে ক্যাম্পে যোগ দিয়ে মণিপুর খেলতে গেলো তারা আদতে কতটা তৈরি? তারা ফুটবল থেকে কতদিন ধরে বাইরে? মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড যখন দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় ফুটবলে খেলতে যাচ্ছে? এছাড়া জাতীয় আসরে খেলতে যাওয়ার আগে টিএফএ কেন ত্রিপুরা দলের একাধিক প্র্যাকটিস ম্যাচের আয়োজন করলো না। গত কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের ফুটবলাররা বিশেষ করে সিনিয়র দলের সদস্যরা সে পুরুষ হোক বা মহিলা তারা কিন্তু রাজ্য দলের ক্যাম্পে সময় মতো যোগ দেন না। রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের যেন

অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, দল রওয়ানা হওয়ার ২-৩ দিন আগে ক্যাম্পে এসে যোগ দেওয়া। এখানে টিএফএ-র বার্থতা সবচেয়ে বেশি। গত কয়েক বছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু কোন বছরই টিএফএ কিন্তু সত্যক হয় না। টিএফএ যাদের ক্যাম্পে ডাকে তারা যেন টিএফএ-কে পাভাই দেয় না। পরে বলা-সোনা হতেও ডেকে ক্যাম্পে আনতে হবে। দেখা গেছে, টিএফএ-ও আর্থিক কারণে লম্বা সময়ের জন্য ক্যাম্প ডাকার জন্য তৈরি হয় না। এছাড়া ভিনরাজ্যের ছেলেদের রাজ্য দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য টিএফএ সমস্ত মতো তার উদ্যোগ নেয় না। আজ ত্রিপুরা দল যে মণিপুর রওয়ানা হয়ে গেলো সেই দলের সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা? গ্রুপ লিগে মিজোরাম, মণিপুর বা নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিএফএ কেন ত্রিপুরা দলের একাধিক প্র্যাকটিস ম্যাচের আয়োজন করলো না। গত কয়েক প্রস্তুতি নিয়ে দল পাঠানো হবে। কিন্তু দেখা গেলো, প্রতি বছর দল হেরে এলেই বলা হয় যে, এবার লম্বা প্রস্তুতি নিয়ে দল পাঠানো হবে। কিন্তু দেখার, ইম্ফলে ত্রিপুরার ছেলেরা কতটা রাজ্যের সম্মান রক্ষা করতে পারে।

দলীয় কর্মীদের হত্যার চেষ্টা নিপূর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। বিজেপি কর্মীদের মার ধরার অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারে যুব মোর্চার প্রাক্তন সহ-সভাপতি নিপু ঘোষ। বহু মামলায় অভিযুক্ত নিপুকে বুধবারই বেলা ২ টায় পূর্ব থানায় হাজির হতে নোটিশ ধরিয়েছেন তদন্তকারী সাবইন্সপেক্টর অভিজিৎ মণ্ডল। বিজেপির দুই কর্মীকে পিস্তল নিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে নিপূর বিরুদ্ধে। নিপূর মারে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাসক দলের দুই সক্রিয় কর্মী। টিংকু রায়ের গুরুপের দুই বিজেপি কর্মীকে দুইদিন আগেই চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় বেধড়ক পেটানো হয়। পিস্তল নিয়ে দু'জনকে খুনেরও চেষ্টা করা



হয়েছিল। দু'জনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান এলাকাবাসীরা। পরে যুব মোর্চার নেতা ভিকি প্রসাদ-সহ কয়েকজন গিয়ে দুই কর্মীকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। ওইদিনই বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে চিত্তরঞ্জন রোড এলাকায় জখম

হয়েছিলেন ঠিকদার শিবু সাহার ভাই রামু সাহা। ওইদিন রাতেই বিজেপির দুই কর্মীকে বেধড়ক পেটানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পূর্ব থানার পুলিশ জানতে পারে স্বদলীয় আক্রমণেই জখম হয়েছেন দুই কর্মী। দলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা বহু মামলায় অভিযুক্ত নিপু ঘোষ তার বাহিনী নিয়ে বিজেপির দুই কর্মীকে খুনের চেষ্টা করেছে। তাদের হাতে পিস্তলও ছিল। যথারীতি পুলিশ এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩২৫, ৩৮৪, ৩০৭, ৩৪ এবং ২৫ অস্ত্র মামলায় মামলা নেয়। মামলার নম্বর ১৬০/২০২১। মঙ্গলবারই পূর্ব থানায় মামলাটি গ্রহণ করে নিপু ঘোষকে সিআরপিসির ৪১(এ) ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। প্রতিশ্রুতি অনেক, আদালতের রায়ও বহাল আছে। তবে রাজনৈতিক স্বাস্থ্য বন্ধ নেই রাজ্যে। আগরতলা পুর নিগমের ৩৮ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না মল্লিকের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তাঁর বাড়িতে হামলা সংঘটিত করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। তার আগেও এই বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে, প্রার্থীর অভিযোগে হামলাকারীরা শাসক দলের আশ্রিত দুর্বৃত্ত বাহিনী। তবে, শাসক দল এই নিয়ে নীরবতা পালন করছে।

মা'র মৃত্যু, বাকরুদ্ধ দুই শিশু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনিগর, ২৩ নভেম্বর ।। ছেলেটির বয়স ৮ বছর এবং মেয়েটি ১০ বছরের। তাদের দু'জনকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেন মা লিয়াংথানলুই হালাম। অন্যান্য দিনের মত মঙ্গলবারও সকাল ৮টা নাগাদ স্বামীকে সাথে নিয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। উদ্দেশ্য ছিল ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেবেন। টিআর ০২এফ ৮৩৪১ নম্বরের স্বামীর বাইকে চেপে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি। হয়তো কেউই স্বপ্নেও ভাবেননি লিয়াংথানলুই হালামের আর স্বামী এবং সন্তানদের সাথে বিদ্যালয়ে যাওয়া হবে না। স্বামী এবং দুই

সন্তানও তাকে চিরতরের জন্য হারিয়ে ফেলবেন সেটাও ছিল কল্পনার বাইরে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ওই মাঝবয়সি মহিলা পানিসাগরের রৌয়া পার্কের সামনে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তারা যখন ওই পার্কের সামনে পৌঁছান টিআর ০৫এ১৫২৯ নম্বরের একটি লরির চাকার নিচে পড়ে যান লিয়াংথানলুই হালাম। স্বামী এবং দুই সন্তান ওই সময় রাস্তার অপর পাশে ছিলেন। তারা ঘটনাটি দেখে কোনো কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সামনে কি ঘটে গেল তা বুঝতে কিছুটা সময় লেগে যায়। তারা তিনজন ছুটে এসে দেখতে পান লিয়াংথানলুই হালাম একেবারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি

রাস্তায় পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক লিয়াংথানলুই হালামকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পানিসাগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর ৮৩/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩৩৮ / ৩০৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত লরি চালককেও গ্রেফতার করেছে বলে খবর। জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্বামী এবং দুই সন্তানের সামনে মহিলার মৃত্যুর ঘটনাটি দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরাও হতবাক হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পরিবারের সদস্যরা ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারা লিয়াংথানলুই হালামের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। দুই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,৮০০
ভরি : ৫৬,৯৩৩

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি

প্রেমো বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহ বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিব্রাজ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT
9667700474

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাজের রং গেরুয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ।। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সাথেই একটি রং জড়িয়ে আছে। আর রং নিয়েই হয় রাজনীতি। কিন্তু কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি এই রং লেগে যায় তা অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদের! কারণ সরকারে কোনও দলই চিরকাল থাকে না। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। আর তার সাথে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক রং-এ জড়িয়ে পড়ে তাহলে আগামী প্রজন্ম কী শিখবে? এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। আইসার তরফে একটি বিষয়

উত্থাপন করে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সেশন ২০২১-২২ইং শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে মাস্টার ডিগ্রি আইএমডি আন্ডার থ্যাঞ্জুয়েট কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিচয়পত্র পেয়েছেন। পাশাপাশি, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যাজ দেওয়া হচ্ছে। আইসার তরফে গোটা বিষয়গুলো তুলে ধরে বলা হয়েছে, যে ব্যাজ দেওয়া হয়েছে সেটিতে একটি নির্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। সংগঠনের তরফে কৌশিক দাস বলেন এখন প্রশ্ন হলো, ত্রিপুরা



বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল লোগোর রঙ পাল্টে দিয়ে গেরুয়া রং দিয়ে ব্যাজ বানানো হচ্ছে কেন? তিনি দাবি করেছেন, যে ব্যাজ দেওয়া হয়েছে সেটি গেরুয়া রং-এর। সম্প্রতি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বিজেপির দলীয় জনসমাবেশে উপস্থিত হতে দেখা গেছে বলে দাবি করেন কৌশিক দাস। তিনি এও জানিয়েছেন, বিভিন্ন সূত্রের খবর থেকে জানা যায় বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর গঙ্গাপ্রসাদ আরএসএস ঘরানার লোক। এটা স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আদর্শ প্রচার করার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে

কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা কিংবা হুক কবানিভাদিনের কাজ হয়ে গেছে। এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন হল আজকে বিজেপি সরকার আছে কালকে যদি কংগ্রেস সরকার আসে তাহলে কি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো কিংবা তার রং পাল্টে যাবে? তাহলে কি কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কিংবা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ? প্রশ্ন ছাত্রছাত্রী তথা জনমনে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যার নিজস্ব আইন, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শুভ প্রথম বিবাহবার্ষিকী

জয় ও পিংকি
আশীর্বাদান্তে - গৌরদাস চক্রবর্তী (বাবা)
সুভানা চক্রবর্তী (মা)
পপি আচার্য্য (শাশুড়ি মা)
ভাই-বোন, জেঠু-জেঠিমা, কাকু-কাকিমা, মামা-মামি,
পিসি-পিসু-সহ সকল আত্মীয় পরিজনবো।
ঠিকানাঃ- পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, আদর্শ কলোনী,
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE
MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

JYOTI BRICKS INDUSTRIES
Jirania
সঠিক দামে উন্নতমানের
সকল প্রকারের ইট
পাওয়ার জন্য
যোগাযোগ করুন—
Mob - 9774060761
9612529155

Ram Bricks Industries
Jirania
ইটের জন্য কোম্পানীর
একমাত্র নিজস্ব এই ফোন
নম্বরে যোগাযোগ করুন।
Mob - 7640085418

হারানো বিজ্ঞপ্তি
সেকেরকোট থেকে অটো করে আগরতলা যাওয়ার পথে ফাইলে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র অটোতে রেখে বটতলায় নেমে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই অটোকে পায়নি। যদি কোন সহদায় ব্যক্তি পেয়ে থাকে সেই কাগজপত্র ফাইলটি এই নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রাখছে -
(M) 9862435384
9863078339
নিবেদক : দুলাল সাহা এবং তার স্ত্রী অনামিকা সাহা, সেকেরকোট।

‘মুখ্যমন্ত্রী বাল সেবা স্কীম’

কোভিড-১৯ এর কারণে যেসব শিশু তাদের পিতামাতা অথবা বৈধ অভিভাবক হারিয়েছে, তাদেরকে আর্থিক এবং শিক্ষা বিষয়ক সহায়তা করা ‘মুখ্যমন্ত্রী বাল সেবা স্কীম’ এর মূল উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা

- ✓ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যেসব শিশু কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের পিতামাতা/আইনী অভিভাবক/ দত্তক নেওয়া পিতামাতাকে হারিয়েছে, সেইসব শিশুরা এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- ✓ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শিশু আঠারো বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে।
- ✓ এই সমস্ত অনাথ শিশুর দেখভালের জন্য সক্ষম আইনী অভিভাবককে প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ৩,৫০০ টাকা দেয়া হবে।
- ✓ সেই সমস্ত শিশু যাদের কোনো অভিভাবক নেই তারা ত্রিপুরার যে কোনো চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশানে থাকতে পারবে।
- ✓ এই প্রকল্পের অধীনস্থ মেয়েদের আঠারো বছর পূর্ণ হলে, আবেদনক্রমে বিয়ের জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান দেওয়া হবে।
- ✓ এই প্রকল্পের অধীনস্থ সুবিধাভোগী যখন একাদশ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা যারা ইতিমধ্যে একাদশ/ দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে, তাদের পড়াশোনার জন্য আবেদনক্রমে ল্যাপটপ/ ট্যাব দেয়া হবে।

আরো বিস্তারিত জানতে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকার বা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের জেলা পরিদর্শকের অফিসে যোগাযোগ করুন।
ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতর কর্তৃক প্রচারিত
Please visit departmental website - social welfare.tripuragov.in
Kumarghat NP ICDS Project
Kumarghat, Unakoti, Tripura.

এন এস ভি করুন প্রকৃত স্বামীর ভূমিকা পালন করুন

পুরুষের স্থায়ী জন্মানিয়ন্ত্রণের একটি সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি
কোনও কাটা - ছেঁড়া নেই, কোনও সেলাই নেই
দুর্বল হবার সম্ভাবনা নেই
আগের মত উদ্যম এবং পুরুষত্ব বজায় থাকে
নতুন পদ্ধতিতে পুরুষদের নিবীজকরণ, একই উদ্যম, একই আনন্দ!

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, ত্রিপুরা
www.health.tripura.gov.in http://tripuranrh.m.gov.in www.facebook.com/nhmtripura

9436940366
BAPPIRAJ FURNITURE
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার